জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

সমাজসেবা অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.nass.gov.bd

বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

website : www.nass.gov.bd

ফোন : +৮৮০২-৫৫০০৭০২১

+৮৮০২-৫৮১৫৭২৬৫

বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

প্রকাশনায়

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ই-৮/বি-১, শের-ই-বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮০২-৫৫০০৭০২১, +৮৮০২-৫৮১৫৭২৬৫
www.nass.gov.bd

উপদেষ্টা

মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ
অধ্যক্ষ
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

সম্পাদনা পর্ষদ

আবুল ফজল মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
আহবায়ক
উপাধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

সোমা ইউসুফ
সদস্য
প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

নুরুল আমিন
সদস্য
প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মাহবুব
সদস্য
প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

পরিকল্পনায়

মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন ভূঞা
সহকারী পরিচালক

প্রকাশকাল

জুন, ২০২৫

মুদ্রণ

বর্ষা (প্রাঃ) লিমিটেড
৮/৩, বাবুপুরা নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৬, ফোন : ০১৭৮১ ৯৫০ ২৪২
bersha124@gmail.com

Sharmeen S Murshid
Advisor
Ministry of Social Welfare
Government of the People's
Republic of Bangladesh

শারমীন এস মুরশিদ
উপদেষ্টা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত একটি অন্যতম বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিয়োগপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তার দক্ষতার বিকাশ সাধন এবং পেশাগত জ্ঞান ও ধ্যান ধারণায় সমৃদ্ধ এ একাডেমির অন্যতম লক্ষ্য গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের তথ্যচিত্র সম্বলিত 'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' শীর্ষক একটি প্রকাশনা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার মাধ্যমে বছরব্যাপী বাস্তবায়িত কর্মকান্ডের বিবরণী প্রকাশ করা সম্ভব হবে। যা হবে একাডেমিক কার্যক্রমের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রমের স্বচিত্র প্রতিবেদন।

বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের মহান স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সরকার মুক্তিকামী মানুষের এ আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তির দাবী নিয়ে জনতাকে বার বার সংগ্রাম করতে হচ্ছে। "সরকার মানেই আমি, রাষ্ট্র মানেই আমরা" এই প্রতিপাদ্যকে যথার্থ করে তুলতে সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অসহায়, নিগৃহীত ও বিপন্ন মানুষের কল্যাণে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব পালনে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত ও পেশাদার কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি পেশাদার সমাজকর্মী সৃষ্টিতে অনণ্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এবং লক্ষ্য অর্জনে বছরব্যাপী পরিচালিত একাডেমিক কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ **'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার'** নামে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ একাডেমি'র সূচনা। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে **'জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'**তে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী **'জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'র** নাম পরিবর্তন করে **"জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি"** হিসেবে নামকরণ হয়। প্রতিষ্ঠা পরবর্তী এ একাডেমি অধিদপ্তরে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতার বিকাশ, পেশাদারিত্বের উন্নয়ন ওমানবিক মূল্যোবোধ জাগ্রতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের অনগ্রসর, অসহায়, সমস্যাগ্রস্ত, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, লঘু অপরাধীসহ সকল বিপন্ন মানুষের কল্যাণে প্রায় অর্ধশত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে আদর্শ মান ধরে রাখা যথার্থ প্রশিক্ষণ কৌশল ও পেশাগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষন, সেমিনার, কর্মশালা ও গবেষণা কর্ম সমাজসেবা অধিদপ্তরের লক্ষ্য অর্জনকে সার্থক করেছে। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত 'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' শীর্ষক প্রকাশনা গতবর্ষে সম্পাদিত কর্মের স্মৃতি স্মারক। পূর্ণাঙ্গ অর্থবছর ভিত্তিক এরুপ প্রকাশনা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রমাণ্য দলিল।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

S. Murshid

শারমীন এস মুরশিদ

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সৃজনশীল ও দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ এক অনন্য মাধ্যম। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত অধিকাংশ কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে। কর্মসূচিসমূহ আদর্শমান অনুসারে বাস্তবায়নের কৌশল অনুসরণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি পরিচালিত হচ্ছে। এটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত একমাত্র প্রশিক্ষণ একাডেমি। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের সমাপ্ত কার্যক্রমভিত্তিক 'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগে আমি আনন্দিত। সামাজিক সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকারের ভিত্তি বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার" সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশের অসহায়, দুঃস্থ, পশ্চাৎপদ ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সুরক্ষা এবং জীবনমান উন্নয়নে চলমান কর্মসূচিসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পেশাগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ জনবল অধিদপ্তরের একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র ভূমিকা অনন্য। এ লক্ষ্যে একাডেমি বছরব্যাপি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ও অন্যান্য কর্ম পরিচালনা করছে। একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' বিগত সময়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি।

বার্ষিক কার্যক্রম সম্বলিত প্রকাশনার মাধ্যমে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র সার্বিক চিত্র ফুটে উঠবে যা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এ অনন্য প্রয়াসে সম্পৃক্ত সকলকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

ড. মোঃ মহিউদ্দিন

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত একটি অন্যতম প্রশিক্ষণ ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি। পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, প্রশিক্ষিত ও পেশাদার জনবল প্রস্তুত করা এ একাডেমির অন্যতম লক্ষ্য। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে একাডেমি বছরব্যাপি কার্যক্রম পরিচালনা করে। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম সম্বলিত 'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' শীর্ষক প্রকাশনায় আমি আনন্দিত। একাডেমি'র এরূপ প্রকাশনার সৃজনশীল উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিংশ শতাব্দীর ৬০'র দশকে ইউনিসেফের সহযোগিতায় এ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সূচনা। এ ধারাবাহিকতায় এ একাডেমি ১৯৮৪ সালের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন পৃথক স্থায়ী রাজস্বভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য পেশাজীবী ও সহায়ক পেশাদার দক্ষ জনবল তৈরি করা একাডেমির অন্যতম লক্ষ্য। তাই অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতার বিকাশেই বছরব্যাপি একাডেমির সার্বিক কর্ম পরিচালিত হয়। দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ, সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, গবেষণা কর্ম, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে একাডেমির কর্ম প্রয়াস চলমান রয়েছে। বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' টি মূলত বছরব্যাপি সম্পাদিত কর্মেরই প্রতিফলন।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মিশন হচ্ছে সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ এ অধিদপ্তর উপযুক্ত ও সীমিত সম্পদের ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সেবা সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার এ দপ্ততরের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রবর্তন করছে নতুন নতুন কর্মসূচি। এ ক্ষেত্রে একাডেমি সীমিত জনবল কাঠামো ও সীবদ্ধতার মাঝে কাজ করছে। কর্মকর্তাদের দক্ষতার উন্নয়ন, নৈতিকতার উন্নয়ন, সেবার মনোন্নয়ন ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমি কর্তৃক বছরব্যাপি পরিচালিত কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' একবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত চিত্রায়ন। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোঃ সাইদুর রহমান খান

পরিচালক
(প্রশাসন ও অর্থ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর
ও
সভাপতি
কোর্স কারিকুলাম কমিটি, জাসসেএ

বাণী

সমাজসেবা অধিদপ্তর অসহায়, অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দেশের অন্যতম জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর হিসেবে এ অধিদপ্তরের যাত্রা। স্বাধীনতাত্তোর ১৯৮৪ সালে এ দপ্তর একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এ অধিদপ্তর দেশব্যাপি বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুপরিচিত। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি এ অধিদপ্তর পরিচালিত একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা এ একাডেমির অন্যতম লক্ষ্য। একাডেমির উদ্যোগে "বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন প্রকাশে আমি আনন্দিত। এ ধরণের প্রকাশনায় একাডেমির কার্যক্রম সম্পর্কে সর্ব মহলে প্রচার-প্রসার জোরদার হয়।

দেশের বঞ্চিত মানুষের সেবা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন এ দপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য। দেশের শহর/গ্রামীণ এলাকার পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর অংশ, বেকার, ভূমিহীন, অনাথ, দুস্থ, ভবঘুরে, নিরাশ্রয় ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, দরিদ্র্য ব্যক্তি, অসহায় রোগী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বহুমুখী কর্মসূচি এ দপ্তরে বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি অধিদপ্তর উপযোগী দক্ষ জনবল সৃজনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যোগ্য ও উদ্যোমী জনবল সৃজনে একাডেমি বছরব্যাপি কার্যক্রম পরিচালনা করে। "বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' শীর্ষক প্রকাশনা ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে সমাপ্ত কর্মেরই প্রতিচ্ছবি।

,

সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের জন্য নতুন নতুন সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করছে। চলমান সেবাসমূহের মান উন্নয়ন, সেবাসমূহের ডিজিটাইজেশন ও সেবাগ্রহীতাদের সর্বোত্তম পরিতৃপ্তি নিশ্চিতকরণ সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এ ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের দক্ষতার বিকাশ অতি জরুরি। এ দ ক্ষতার বিকাশে একাডেমি সুনির্দিষ্ট কারিকুলাম অনুসরণক্রমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করে। একই সাথে সেমিনার, কর্মশালা ও ফিল্ড ভিজিটের আয়োজন করা হয়। যাতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ পেশাগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির উদ্যোগে প্রকাশিত 'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' শীর্ষক প্রকাশনা একাডেমি কর্তৃক বছরব্যাপি পরিচালিত কর্মযজ্ঞের বিবরণী। এ প্রতিবেদনটি হবে একটি স্থায়ী তথ্য ভান্ডার। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদন একাডেমির প্রশিক্ষণ পরিক্রমা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টগণকে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া

অধ্যক্ষ
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

মুখবন্ধ

পেশাদার ও প্রতিশ্রুতিশীল জনবল গড়ে তোলার প্রয়াসে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র উদ্ভব। অসহায়, নিগৃহীত, বিপন্ন, বিপদাপন্ন ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সুরক্ষায় সমাজসেবা অধিদপ্তর বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে নিয়োজিত জনশক্তির মধ্যে সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও পেশাদারীত্ব মনোভাব জাগ্রত করার জন্য ১৯৬৩ সালে 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার' নামে ইউনিসেফ সহায়তায় একাডেমির যাত্রা। কাল পরিক্রমায় এটি ১৯৮৪ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত 'জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি' নামে একটি পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ একাডেমির উদ্যোগে সমাপ্ত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কাযক্রম সম্বলিত 'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন বছরব্যাপি সম্পাদিত কর্মের প্রতিচ্ছবি।

মানুষের মঙ্গল সাধনে হীতকর কর্ম প্রচেষ্টা হচ্ছে সমাজকল্যাণ। প্রাচীন কাল হতে মানুষের মধ্যে কল্যাণমূলক ধারণার উদ্ভব ঘটে আসছে। যার মৌলিক ভিত্তি ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, মানবতাবাদী দর্শন, মানবপ্রেম ও মানবকল্যাণবোধ। অত্যাচারিত ও শোষিত জনগণকে সুরক্ষা প্রদান এবং অনাথ, এতিম, বিকলাঙ্গ, পঙ্গু, ভিক্ষুকসহ অসহায় মানুষদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ উপমহাদেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সূচনা হয়। অতীতকালে দান খয়রাত বা আর্থিক সাহায্য দিয়ে কারো বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করাই সমাজকল্যাণ হিসেবে বিবেচিত। কালের বিবর্তন, সময় পরিক্রমা, নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাবে বিভিন্নঅঞ্চলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। তাই আধুনিক সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র ব্যক্তি কেন্দ্রিক আর্থিক সাহায্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যা ছিল মহৎপ্রাণ মানুষের ইচ্ছা মাফিক। বিরাজমান সমস্যার উত্তরণে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন ও সুরক্ষার ব্রত নিয়ে গৃহীত উদ্যোগসমূহ পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলন ভিত্তিক বাস্তবায়ন এক অনন্য মহৎ প্রয়াস।

বিংশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশে উপনিবেশিক শক্তির পতন ঘটে। ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হয় ভারত-পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র। দেশ বিভক্তির পর দেশত্যাগী মানুষের আগমন ঘটে। ভারত হতে আগত মহাজেরগণ (উদ্বাস্তু) ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে যত্রতত্র অভিবাসন গড়ে তুলে। ফলে সৃষ্টি হয় গৃহায়ন ও বস্তি সমস্যা এবং দেখা দেয় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট। সংকট উত্তরণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে Dr. Jams R. Dumpson নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল আগমন করে এবং বিদ্যমান সমস্যার উত্তরণে আর্থ-সামাজিক জরিপ পরিচালনা করে। ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত জরিপের আলোকে সুপারিশমালা পেশ করে। বিশেষজ্ঞ কমিটি উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানকল্পে পেশাদার সমাজকর্ম প্রবর্তনের গুরুত্বারোপ করে। এ প্রেক্ষিতে ড. জে. ম্যূর; মি: শাউটি ও মিস এ্যানামাটল এর নেতৃত্বে পেশাদার সমাজকর্মী তৈরীর জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা এবং কর্মসূচি প্রবর্তন করা। এ ধারাবাহিকতায় এ দেশে তিন মাস ও নয় মাস মেয়াদী স্বল্পকালীন পেশাদার সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ কর্মসূচির পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির অবস্থান।

সমাজকল্যাণের আধুনিক ও পরিশীলিত রূপ হলো আধুনিক রূপ হলো পেশাদার সমাজকর্ম। যা একটি পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা। এ পেশা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমন ভাবে সাহায্য করে যাতে তারা নিজেরাই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়। সমাজকর্ম মানবকল্যাণ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবহারিক দক্ষতাসম্পন্ন এক পেশা। যা পেশাদার সমাজকর্মীদের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি পেশাদার জনবল সৃজন প্রয়াসী একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও আধুনিকায়ন সময়ের দাবী। এ বিষয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ জরুরী।

'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' সমাপ্ত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত কর্মের তথ্য বিবরণী। যা একাডেমি কর্তৃক বর্ষব্যপি পরিচালিত কর্মের সারসংক্ষেপ । সমাপ্ত বর্ষে একাডেমির কর্ম সম্পাদনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরামর্শ ছিল এক অনন্য প্রেরণা। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতার বিকাশ, পেশাদারিত্ব মনোভাব ও কর্মস্পৃহা সৃজনে সংশ্লিষ্টগণের ইতিবাচক মতামত প্রত্যাশা করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত পরমর্শে একাডেমির অগ্রযাত্রা সমৃদ্ধ হোক।

মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ

আহবায়ক, সম্পাদনা পর্ষদ
এবং
উপাধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

সম্পাদকীয়

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির পক্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। এই প্রতিবেদন একাডেমির বার্ষিক কর্মকাণ্ড, সাফল্য, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণমূলক দলিল, যা একাডেমির সার্বিক অগ্রগতির পরিচায়ক

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, সমাজকল্যাণ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও গবেষণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রশিক্ষণের কন্টেন্ট উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ। এবছর আমরা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি করতে পেরেছি, তেমনি প্রশিক্ষণের মান ও বৈচিত্র্যেও এনেছি গুণগত উন্নয়ন।

আমরা বিশ্বাস করি, দক্ষ ও মানবিক সমাজকর্মী গড়ে তুলতে একাডেমির ভূমিকাকে আরো সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরের দিকনির্দেশনায় এবং বিভিন্ন অংশীজনের সহযোগিতায় একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

এই প্রতিবেদন প্রণয়নে একাডেমির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশিক্ষক, গবেষক এবং সহায়ক স্টাফদের আন্তরিক শ্রম ও নিষ্ঠা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর এবং একাডেমির সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদকে, যাঁদের দিকনির্দেশনায় একাডেমি তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

আমরা আশা করি, প্রতিবেদনটি একাডেমির ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে এবং সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকলের জন্য উপযোগী তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির অগ্রযাত্রায় সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে–এই প্রত্যাশা রেখে সকলকে জানাই শুভকামনা ও ধন্যবাদ।

আবুল ফজল মোহাম্মদ আমান উল্লাহ

সহকারী পরিচালক
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

একাডেমিক সংস্কার ভাবনা

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি অগ্রণী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান সমাজসেবায় নিয়োজিত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের 'বার্ষিক একাডেমিক প্রতিবেদন' একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা বিগত বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, গবেষণা উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রতিফলন বহন করে।

এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে একাডেমির অর্জনসমূহ মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হয়। এই প্রতিবেদন সমাজসেবা খাতের উন্নয়নে একাডেমির দৃঢ় অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে আরও সুদৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করবে মর্মে আমি আশা প্রকাশ করছি।

একটি প্রগতিশীল ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বদানের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি আগামীর সংস্কার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। এ একাডেমিকে প্রযুক্তি, গবেষণা ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে একাডেমিকে আরও কার্যকর করা সময়ের দাবী। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

প্রস্তাবিত সংস্কারমূলক উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ:

১. জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিকে একটি আদর্শ মানের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে রূপান্তরের প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির কার্যক্রম পৃথক প্রাঙ্গন ও সমৃদ্ধ অবকাঠামোতে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একাডেমির জন্য প্রস্তাবিত ১৩১ জনবল বিশিষ্ট পৃথক জনবল কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

৪. স্থায়ী একাডেমিক সুবিধাবলী সমৃদ্ধকরণ যেমন: আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ কক্ষ সৃজন ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করা।

৫. গবষণামূলক কর্মকে সমৃদ্ধ করা।

৬. জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালনার জন্য সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সংস্কারমূলক উদ্যোগ ও আধুনিকায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্টগণের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন ভূঞা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র কার্যাবলি	১১
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র পরিচিতি, অবস্থান ও জনবল কাঠামো	১৭
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র কোর্স ব্যবস্থাপনা, কারিকুলাম কমিটি, অনুষদবর্গ ও কর্মচারীবৃন্দ	২০
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র অবকাঠামোগত সুবিধাদি	২৬
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র সম্পাদিত কার্যক্রম ২০২৪-২০২৫	৩৪
গবেষণা কর্ম	৫২
প্রশিক্ষণার্থীদের ফলাফল	৬৩
প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা	৬৬
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র রিসোর্স পুল পরিচিতি	৭০
বাজেট	৭৫
বিবিধ ফটোগ্যালারী	৭৯

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র কার্যাবলি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্রমবিকাশ

১৯৫৫ স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে 'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম' চালু;

১৯৫৬ 'সমাজকল্যাণ পরিষদ' গঠন;

১৯৬১ ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর' সৃষ্টি;

১৯৭২ শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজকল্যাণ বিভাগ' হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিচিতি;

১৯৭২ স্বাধীন দেশের উপযোগী করে সমাজকল্যাণ পরিষদ নতুন রেজুল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' গঠন;

১৯৭৪ শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর 'সমাজকল্যাণ বিভাগ' হিসেবে উন্নীত;

১৯৭৫ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম ও সমাজকল্যাণ বিভাগ' হিসেবে স্বীকৃতি;

১৯৭৮ সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ;

১৯৮১ জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি;

১৯৮২ সমাজকল্যাণ ও মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে নতুন মন্ত্রণালয়ের আত্মপ্রকাশ;

১৯৮৪ সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ ও মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' সৃষ্টি;

১৯৮৪ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আর নাহিয়ান ট্রাস্ট গঠন;

১৯৮৯ ০৯ নভেম্বর ১৯৮৯ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একক নামে একটি সম্পূর্ণ পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং ২১ ডিসেম্বর ১৯৮১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা নির্ধারণ;

১৯৯৯ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন;

২০১২ শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন;

২০১৪ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন;

২০১৭ বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা;

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

- সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;
- সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে সমষ্টি উন্নয়ন;
- জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
- শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয়;
- (ক) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলা ভাতা;
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের XLVI নং অধ্যাদেশ) এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ (বর্তমান শিশু আইন ২০১৩)-এর প্রশাসন;
- সমাজসেবা অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান;
- ভবঘুরে আইন এবং ভবঘুরে, দুঃস্থ পরিবার, দরিদ্র পরিবার এবং এতিমখানার প্রশাসন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং অন্যান্য আফটার কেয়ার কার্যক্রম;
- প্রফেশন, প্যারেল এবং কারামুক্তদের আফটার কেয়ার কার্যক্রম;
- সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ (dealing) ও চুক্তি (agreements);
- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণকার্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/ বৈদেশিক সংস্থা;
- আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজো এবং এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও বৈশ্বিক সংস্থার সাথে সন্ধি (Treaties) এবং চুক্তি (Agreements);
- এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে-কোনো বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;
- এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন;
- আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে-কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস;

নোট : ১. এসআরও, নং-২৩১/আইন/২০০৮ সিভি-৪/৫/২০০৮-বিধি, তারিখ ২৪/০৭/২০০৮ দ্বারা সংশোধিত
২. এসআরও, নং-১৬২-আইন/২০১০-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৫.২০১০, তারিখ ০৭/০৬/২০১০ দ্বারা সংশোধিত

সমাজসেবা অধিদপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহ ও কার্যাবলি :

১.১ রূপকল্প (Vision)

সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন (সামাজিক কল্যাণ, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন)।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

উপযুক্ত ও আয়ত্তাধীন সম্পদের ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক মঙ্গল সাধন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ সমাজসেবা অধিদফতরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
৩. সামাজিক ন্যায়বিচার ও পুনঃএকত্রীকরণ **(Reintegration)**
৪. আর্থসামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য **(Equity)** নিশ্চিতকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
৪. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
৫. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন; ও
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সকল প্রকার সামাজিক সুরক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়ন;
২. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;
৩. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সমউন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
৫. ভবঘুরে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, আবেক্ষণ (প্রবেশন) এবং আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৯৮৪ সালে এনাম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জন্য মোট ৯ (নয়) টি কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়। যার মধ্যে কিছু প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কর্ম এবং কিছু গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্ম । এ প্রেক্ষিতে একাডেমির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	বিষয়	একাডেমির কার্যক্রম
ক	প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১. প্রবেশ স্তরে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (মৌলিক কোর্স) পরিচালনা ২. বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য সময়ে সময়ে সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা। ৩. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন। ৪. শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে শিক্ষক/প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ৫. ট্রেড প্রশিক্ষক/ভোকেশনাল প্রশিক্ষকদের জন্য উন্নত/উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা
খ	গবেষণা সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১. সমাজসেবার ক্ষেত্রে জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করা এবং তার প্রতিবেদন প্রকাশ করা। ২. সমাজসেবা অধিদপ্তরকে কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং উন্নয়নে, পন্থা ও কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া। ৩. সামাজিক সমস্যা/সামাজিক সেবার উপর সেমিনার, কর্মশালা পরিচালনা এবং কর্মসূচির জন্য সুপারিশ উপস্থাপন করা।
গ	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট	১. সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রমের নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধান

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং মূল্যবোধ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ একাডেমি। বর্তমান সরকারের Perspective Plan of Bangladesh (২০১০-২০২১) তথা Vision ২০২১ বাস্তবায়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে একটি সমৃদ্ধ কল্যাণমুখী দেশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। সরকারের Vision ২০২১ এর পাশাপাশি National Sustainable Development Strategy (NSDS), National Social Security Strategy (NSSS), জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯, 7th Five Year Plan (২০১৬-২০২০) এবং সম্প্রতি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals (SDGs) এর সরাসরি বাস্তবায়নের অন্যতম Key Responsible Department হিসেবে সমাজসেবা অধিদপ্তর বিরামহীন কাজ করে চলছে। সে লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাদারিত্ব অর্জনে মূখ্য ভূমিকা পালনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি।

রূপকল্প:

সমাজসেবার ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং দক্ষতা বিকাশে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন

অভিলক্ষ্য:

দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ বিনির্মাণের জন্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আধুনিক সমাজকর্মের অনুশীলন নির্ভর বিশেষায়িত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও সক্ষম জনশক্তি প্রস্তুত করা।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মূল্যবোধ :

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র পরিচিতি, অবস্থান ও জনবল কাঠামো

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র পরিচিতি ও অবস্থান

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার' নামে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ একাডেমির সূচনা। পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ খ্রি. সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরকারিভাবে 'সমাজকল্যাণ আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র' নামক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে 'জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'তে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'র নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি' হিসেবে নামকরণ হয়। ১৯৮৪ সালে এটি একটি স্থায়ী রাজস্ব খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৯৫-৯৬ সালে গৃহীত 'সমাজকল্যাণ কমপ্লেক্স' নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জন্য পৃথকভাবে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওস্থ' শেরেবাংলা নগরে নির্মিত সমাজসেবা ভবন চত্বরে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নতুন নির্মিত ভবনে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ভবন এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পেশাদার প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে একাডেমিতে দুটি প্রশিক্ষণ কক্ষ আছে। ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একাডেমি'র ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ (অন্বেষা-১) ও 'সমাজসেবা ভবন' এর ৭ম তলায় (অন্বেষা-২) আরেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষ আছে। এছাড়া লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া, ব্যায়ামাগার ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'সিডা' কানাডা এবং মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় একাডেমি ভবনে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অস্থায়ীভাবে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলাস্থ ১৪ টি কক্ষে ৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অবস্থান

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র জনবল কাঠামো

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র কোর্স ব্যবস্থাপনা, কারিকুলাম কমিটি, অনুষদবর্গ ও কর্মচারীবৃন্দ

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কোর্স ব্যবস্থাপনা

কোর্স উপদেষ্টা
মহাপরিচালক

↓

সহকারী কোর্স উপদেষ্টা
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

↓

কোর্স পরিচালক
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির অধ্যক্ষ

↓

সহকারী কোর্স পরিচালক
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির উপাধ্যক্ষ

↓

কোর্স সমন্বয়ক
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রভাষক

↓

সহায়ক কর্মচারী
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির ৩ জন স্টাফ

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র কোর্স কারিকুলাম কমিটি

ক্রম	পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদপ্তর	সভাপতি
২.	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর একজন প্রতিনিধি (সিনিয়র রিসার্চ ফেলো পদমর্যদার নিয়ে নন)।	সদস্য
৩.	সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিনিধি। (সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
৪.	পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
৫.	শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সিটিউট এর প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
৬.	পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
৭.	ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
৮.	ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
৯.	অতিরিক্ত পরিচালক (কার্যক্রম-১), সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	অতিরিক্ত পরিচালক (কার্যক্রম-২), সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১১.	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রতিষ্ঠান), সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১২.	অতিরিক্ত পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	অধ্যক্ষ, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
১৫.	অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৬.	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর প্রতিনিধি (অতিরিক্ত পরিচালক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
১৭.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এর একজন প্রতিনিধি (উপপরিচালক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
১৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি এর একজন প্রতিনিধি (উপপরিচালক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
১৯.	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) এর একজন প্রতিনিধি (প্রধান প্রশিক্ষক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
২০.	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর একজন প্রতিনিধি (উপপরিচালক পদমর্যদার নিয়ে নন)	সদস্য
২১.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর প্রতিনিধি (উপপরিচালক পদমর্যদার নিম্নে নন)	সদস্য
২২.	উপাধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	সদস্য
২৩.	প্রভাষক (সকল), জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	সদস্য
২৪.	অধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	সদস্য সচিব

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র অনুষদবর্গ

নাম ও পদবী	মোবাইল, ই-মেইল আইডি
মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ অধ্যক্ষ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	০১৭০৮-৪১৪০৮১ pri.nass@dss.gov.bd

নাম ও পদবী	মোবাইল, ই-মেইল আইডি
আবুল ফজল মোহাম্মদ আমান উল্লাহ উপাধ্যক্ষ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	০১৮৩৪-৫২৮০৮৬ vp.nass@dss.gov.bd

নাম ও পদবী	মোবাইল, ই-মেইল আইডি
মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন ভূঞা সহকারী পরিচালক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	০১৭১১-৪৮১০৫০ ad.nass@dss.gov.bd

নাম ও পদবী	মোবাইল, ই-মেইল আইডি
সোমা ইউসুফ প্রভাষক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	০১৭১৭-৮৪৪২৩১ lecturer1.nass@dss.gov.bd

নাম ও পদবী	মোবাইল, ই-মেইল আইডি
নুরুল আমিন প্রভাষক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	০১৭৯০-৪৯৫১৭৫ lecturer2.nass@dss.gov.bd

নাম ও পদবী	মোবাইল, ই-মেইল আইডি
মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মাহবুব প্রভাষক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	০১৭১৬-৫০১০১৮ lecturer3.nass@dss.gov.bd

নাম ও পদবী	মোবাইল
তানিয়া খন্দকার এডমিনিস্ট্রেটিভ কাম জুনিয়র একাউন্টস অফিসার	০১৭২৭৫৭১৮৭৯

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র কর্মচারীবৃন্দ

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ সজীব আহম্মেদ হিসাব সহকারী	০১৬৭০-৬৭৭৪৯৯

নাম ও পদবী	মোবাইল
হাসান মিয়া অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১৭৩১-৬৪৮০০২

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ আবু শাহীন মিয়া ইউনিয়ন সমাজকর্মী	০১৭১৬-৩৮৫০৯৪

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোল্যা আকিকুর রহমান গাড়ী চালক	০১৯২৪-৭৯৫৫২৭

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ কামাল হোসেন গাড়ী চালক	০১৯১১-৩৩৭৫২৭

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ সালাউদ্দিন মালী	০১৯৩৭-০৬১৮৬০

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ আজম শিকদার বাবুর্চি	০১৭১৪-২৪৫৭৬৮

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ হোসেন মিয়া পরিচ্ছন্নকর্মী	০১৯৩৪-১৫৩০৫৫

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র অবকাঠামোগত সুবিধাদি

কক্ষ নির্দেশিকা:

একাডেমির নীচতলায় প্রবেশস্থলে একটি দৃষ্টিনন্দন কক্ষ নির্দেশিকা রয়েছে।

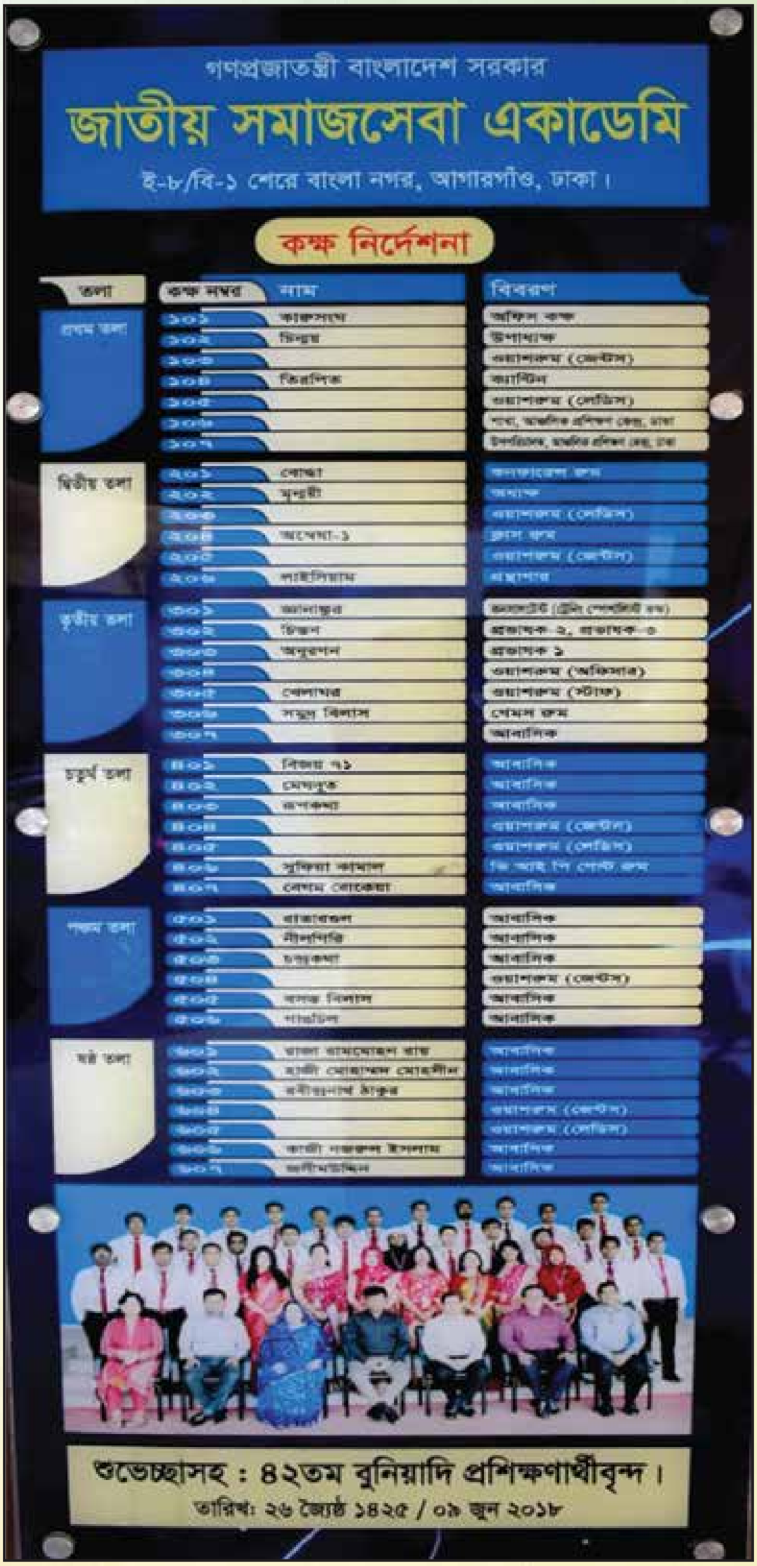

ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক কক্ষ:

প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে একাডেমিতে রয়েছে উন্নতমানের আবাসন ব্যবস্থা। একাডেমি ভবনের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলাস্থ ১৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক কক্ষে ৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ কক্ষ:

বর্তমানে একাডেমিতে ৩৫ আসন বিশিষ্ট দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ কক্ষ আছে। একাডেমি'র ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ (অন্বেষা-১) ও 'সমাজসেবা ভবন' এর ৭ম তলায় (অন্বেষা-২) আরেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষ আছে।

গ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার:

৩২৫ ক্যাটাগরির প্রায় ৬০০০ এর অধিক বই সম্বলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারটি একাডেমির প্রশিক্ষণ, প্রশাসন ও গবেষণা কার্যক্রমের সহায়ক শাখা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রয়, অনুদান ও প্রকাশনার মাধ্যমে বইপত্র সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বই, জার্নাল/প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদনসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। গ্রন্থাগার থেকে প্রশিক্ষণার্থী ও অনুষদ সদস্যগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন।

ঘ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাফেটেরিয়াঃ

৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীর খাবার গ্রহণের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সম্বলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি ক্যাফেটেরিয়া। ৫টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, ২টি ফ্রিজ, ১টি ওভেন, ৩টি বেসিন, ২টি ইলেকট্রনিক এলইডি মসকুইটো কিলার মেশিন, ৪টি ওয়াল কেবিনেট কাপবোর্ড, ১টি হ্যান্ড ড্রায়ার মেশিন, বুফে খাবার পরিবেশনের সুবিধাসম্বলিত অত্যাধুনিক মানের ক্যাফেটেরিয়া এটি। ক্যাফেটেরিয়াতে ৩ ধরণের মেনু বিদ্যমান। এখানে প্রশিক্ষণার্থীগণ মনোরম পরিবেশে সাশ্রয়ী মূল্যে আহার সুবিধা পেয়ে থাকেন। এছাড়া বিশেষ অনুষ্ঠান/উৎসবে চাহিদামতো খাবার রান্না ও পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

ঙ) স্টোর:

একাডেমির ৫ম তলায় স্টোরের অবস্থান। প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, প্রশাসন, হোস্টেল ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও প্রকাশনা ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদনে প্রয়োজনীয় স্টেশনারি/যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য দ্রব্যাদি পিপিআর অনুসরণের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী অনুমোদিত রিকুইজিশন স্লিপের মাধ্যমে স্টোর হতে দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়।

চ) লিফট :

৬ তলা বিশিষ্ট একাডেমিতে উঠা-নামার জন্য একটি উন্নতমানের লিফট আছে।

ছ) খেলাধূলা :

সুন্দর ও সুস্থ' জীবন গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, এমনকি জাতীয় জীবনের সফলতা লাভের পেছনে কাজ করে সুস্থ ও সুঠাম দেহ। আর এই সুস্থ দেহ গঠনের জন্য খেলাধূলা অপরিহার্য। প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষার্থীদের জন্য ইনডোর গেমস এর ব্যবস্থা আছে। টেবিল টেনিস সেট, ব্যাডমিন্টন সেট, দাবা সেট, ক্যারম বোর্ড, লুডু সেট ইত্যাদি ইনডোর গেমস এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ শরীরচর্চা ও আনন্দ লাভ করে থাকেন।

জ) ব্যায়ামাগার:

প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত শরীরচর্চার জন্য একাডেমির ৩য় তলায় একটি ফিটনেস জোন রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন ধরণের শরীরচর্চার সরঞ্জাম যেমন: ট্রেড মিল, মাল্টি স্টেশন হোম জিম, ফিটনেস সাইকেল ইত্যাদি দিয়ে শরীরচর্চার সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন।

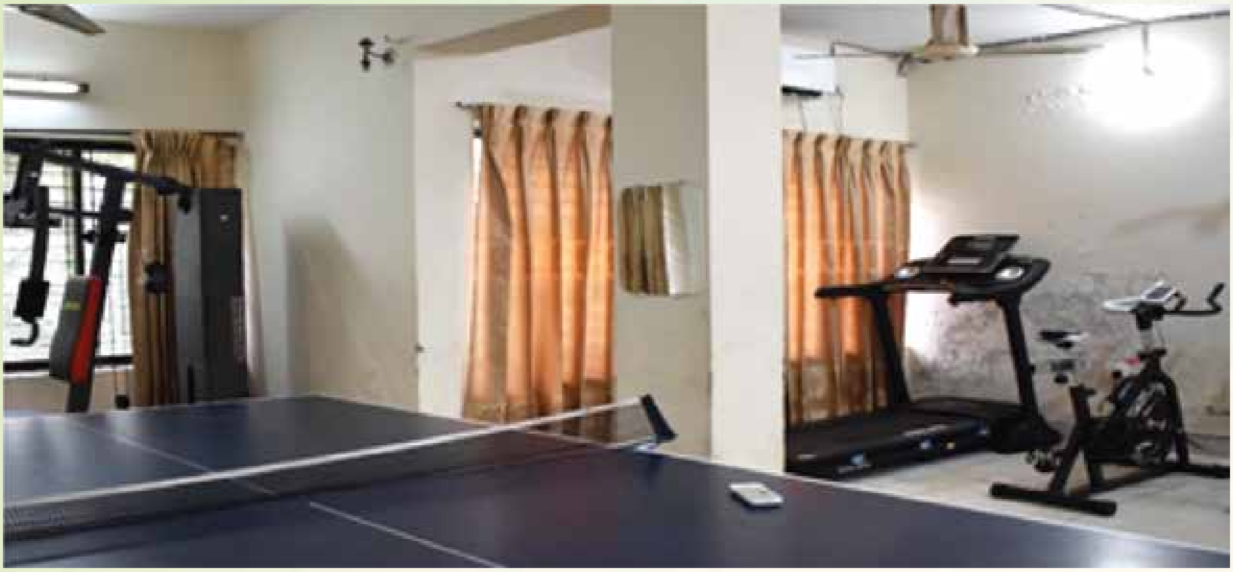

ঝ) দৈনিক পত্রিকা:

সংবাদপত্রকে ‘Mirror of current time’ বা চলমান সময়ের দর্পণ বলা হয়। সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিটি বিষয়ে ও শিক্ষার সমৃদ্ধি ঘটাতে দৈনিক পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা ও জ্ঞানের পরিমন্ডল বিস্তৃতিতে একাডেমিতে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা রাখা হয় ।

ঞ) মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ কক্ষ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি:

একাডেমির প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ল্যাপটপ এর ব্যবস্থা আছে। এছাড়া স্মার্ট বোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, কর্ডলেস মাইক্রোফোন (হ্যান্ড), কর্ডলেস পকেট মাইক্রোফোন, স্টিল ক্যামেরা ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

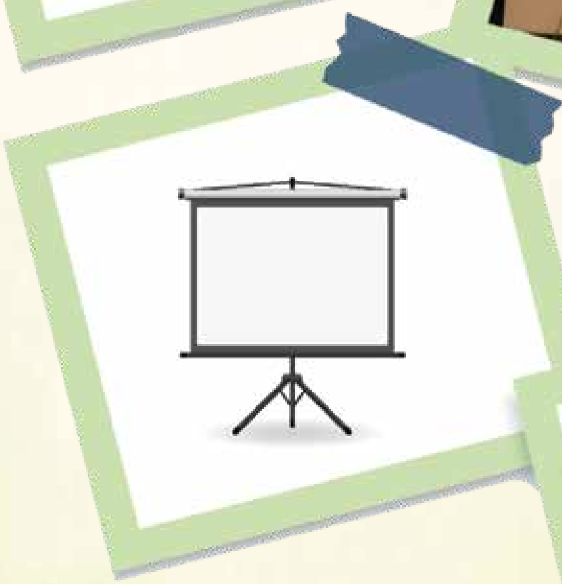

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র সম্পাদিত কার্যক্রম ২০২৪-২০২৫

একজনরে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	মেয়াদ	নারী	পুরুষ	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১.	মৌলিক প্রশিক্ষণ	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৯ম গ্রেড	২২ অক্টোবর হতে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪	০৮	২৭	৩৫
		বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১০ম গ্রেড	১৭ এপ্রিল হতে ২৮ মে, ২০২৫ খ্রি:	১৩	২২	৩৫
		'Training Course on Administration and Development (TCAD)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০২ ফেব্রুয়ারি হতে ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.	০৭	২১	২৮
২.	কর্মশালা	২০২৪-২৫ বর্ষে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম চূড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা	১৫ অক্টোবর, ২০২৪	০৬	২৫	৩১
৩.	সেমিনার	"প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা সেবা ও সামাজিক অঙ্গীকার" শীর্ষক সেমিনার	১৩ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.	১৬	২৪	৪০
		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সেমিনার	২২ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.	০৪	২৬	৩০
		"শূন্যতত্ত্ব: দারিদ্য বিমোচন, বেকারত্ব নিরসন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ" শীর্ষক সেমিনার	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.	১৬	৬৬	৮২
		"পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আর এম সি) কার্যক্রম ও নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক সেমিনার	০৮ মার্চ, ২০২৫ খ্রি.	১৩	৩৭	৫০
		"প্রবীণ ব্যক্তিদের মর্যাদা, নিবিড় পরিচর্যা ও সামাজিক অঙ্গীকার" শীর্ষক সেমিনার	১৩ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি:	০৩	৫৯	৬২
৪.	কর্মসূচি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	"Training Course on Probation Officer's Capacity building and Skill Development" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	১৬- ২০ মার্চ, ২০২৫ খ্রি.	০৫	২৭	৩২
৫.	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	"প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি এবং স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল" শীর্ষক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫-১৬ জুলাই	০৩	১০	১৩
		আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইন-হাউজ	৩০ সেপ্টেম্বর			১০
		অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইন-হাউজ	২৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি.	০১	১১	১২
		বিল প্রস্তুতকরণ বিষয়ক ইন-হাউজ	০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.	০২	১০	১২
		ডি-নথি বিষয়ক ইন-হাউজ	২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.	০২	০৮	১০
৬.	সঞ্জীবনী	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	২২ মে, ২০২৫ থেকে ২১ জুন, ২০২৫			৩৬০
৭.	গবেষণা কর্ম	গবেষণা				০৫
৮.	জার্ণাল প্রকাশণা	জার্ণাল প্রকাশণা				০১
৯.	দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ	'সচিবালয় নির্দেশমালা ২০২৪' শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৮-২৯ জুলাই	১৩	২১	৩৪
		'সচিবালয় নির্দেশমালা ২০২৪' শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩১ জুলাই-০১ আগস্ট	১২	২৩	৩৫
		সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০২৪	২০-২১ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি.২০২৪	০২	০৮	১০
১০.					মোট	৯২১

১.১ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৯ম গ্রেড)

১.	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	:	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৯ম গ্রেড)
২.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	;	১. ১ম শ্রেনির কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধ করা। ২. সমাজকল্যাণ কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ৩. কর্মকর্তাদের দক্ষতার বিকাশ সাধন। ৪. কর্মকর্তাদের পেশা সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ৫. সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তি নিশ্চিতকরণ, চাহিদা নিরুপণ ও সেবা প্রদানের কর্মকৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ৬. কর্মকর্তাদের তথ্য ও প্রযুক্তিগত ধারণা সমৃদ্ধ করা । ৭. সরেজমিনে কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত করা। ৮. কর্মকর্তাদের পেশাদার আচরণ ও জ্ঞানে দীক্ষীত করা।
৩.	প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল	;	৬০ দিন ব্যাপী (২২ অক্টোবর হতে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪)
৪.	প্রশিক্ষণ উদ্বোধক	;	ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ স্থিরচিত্র

উদ্বোধণী/সমাপনী

সেশনগ্রহণ

ফিল্ড ভিজিট

শরীরচর্চা

ক্রীড়া ও বিনোদন

লাইব্রেরী ওয়ার্ক

১.২ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (১০ম গ্রেড)

১.	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	:	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (১০ম গ্রেড)
২.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	;	১. ২য় শ্রেনির কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধ করা। ২. সমাজকল্যাণ কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ৩. কর্মকর্তাদের দক্ষতার বিকাশ সাধন। ৪. কর্মকর্তাদের পেশা সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ৫. সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তি নিশ্চিতকরণ, চাহিদা নিরুপণ ও সেবা প্রদানের কর্মকৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ৬. কর্মকর্তাদের তথ্য ও প্রযুক্তিগত ধারণা সমৃদ্ধ করা । ৭. সরেজমিনে কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত করা। ৮. কর্মকর্তাদের পেশাদার আচরণ ও জ্ঞানে দীক্ষীত করা।
৩.	প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল	;	৪০ দিন ব্যাপী (১৭ এপ্রিল হতে ২৮ মে, ২০২৫ খ্রি:)
৪.	প্রশিক্ষণ উদ্বোধক	;	ড. মো: মহিউদ্দিন, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রশিক্ষণ স্থিরচিত্র

উদ্বোধণী/সমাপনী

উদ্বোধণী/সমাপনী

সেশনগ্রহণ

ফিল্ড ভিজিট

শরীরচর্চা

ক্রীড়া ও বিনোদন

নীলগিরি, বান্দরবান পরিদর্শনের স্থিরচিত্র

1.3 Training Course on Administration and Development (TCAD)

১.	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	:	**Training Course on Administration and Development (TCAD)** **সহকারী পরিচালক**
২.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	;	• সমাজসেবা অধিদপ্তরের মানবসম্পদকে কার্যকর করে তোলার জন্য মানবসম্পদ বিষয়ক পরিকল্পনা ও বিকাশ, মানবসম্পদ কৌশল এবং মানবসম্পদ কার্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নে সক্ষম হবেন। • সমাজসেবা অধিদপ্তরকে কার্যকরী করার জন্য অর্থ্যাৎ সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তি ও পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, সেবাসমূহের মূল্যবোধ, জনসম্পর্ক, জনব্যবস্থাপনা এবং সে মোতাবেক অধিদপ্তরের উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হবেন। • সেবাগ্রহীতার কার্যকর পরিষেবা ও পরিতৃপ্তির জন্য সেবা প্রদান পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সেবাগ্রহীতার চাহিদা নিরূপণ, সরকারের অভিলক্ষ্য, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টসমূহ (এসডিজিস) এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পন্নকরণে সক্ষম করে তোলা। • সমাজসেবা অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা, জনতহবিলের উদ্দেশ্য এবং ব্যবহারের যথার্থতার মানদন্ডসমূহ দক্ষতার সাতে প্রয়োগে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে (সহকারী পরিচালক/সমমান) সক্ষম করে তোলা। • সমাজকর্ম পেশার মৌলিক বিষয়সমূহ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়ে উঠবে। • জেলা, বিভাগ ও অধিদপ্তর পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৩.	প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল	;	১০ দিন ব্যাপী (০২ ফেব্রুয়ারি হতে ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.)
৪.	প্রশিক্ষণ উদ্বোধক,	;	ড. মো: মহিউদ্দিন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রশিক্ষণ স্থিরচিত্র

উদ্বোধণী/সমাপনী

উদ্বোধণী/সমাপনী

সেশনগ্রহণ

ফিল্ড ভিজিট

২. কর্মশালা আয়োজন

	শিরোনাম	:	২০২৪-২৫ বর্ষে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম চূড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা
	কর্মশালার উদ্দেশ্য	;	১. প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ ২. প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন ৩. প্রশিক্ষণ মডিউল যুগোপযোগীকরণ ৪. একাডেমি'র প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন
	কর্মশালা অনুষ্ঠানের তারিখ	;	১৫ অক্টোবর, ২০২৪
	কর্মশালার প্রধান অতিথি	:	ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
	কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক		জনাব মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ অধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, ঢাকা
	কর্মশালার আলোচকবর্গ	;	১. জনাব সমীর মল্লিক, পরিচালক (প্রতিষ্ঠান), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা। ২. জনাব মোস্তফা মোস্তাকুর রহিম খান, পরিচালক (কার্যক্রম), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা। ৩. জনাব মোশাররফ হোসেন, পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

কর্মশালার স্থিরচিত্র

৩. সেমিনার আয়োজন

ক্রম	শিরোনাম	তারিখ ও স্থান	উদ্দেশ্য
০১	"প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা সেবা ও সামাজিক অঙ্গীকার" শীর্ষক সেমিনার	১৩ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. ; মধুমতি মিলনায়তন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের ধারণা প্রচার প্রসার
০২	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সেমিনার	২২ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.;	সম্পাদিত গবেষণা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টগণকে অবগত করণ
০৩	"শূন্যতত্ত্ব: দারিদ্য বিমোচন, বেকারত্ব নিরসন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ" শীর্ষক সেমিনার	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.; মধুমতি মিলনায়তন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা	দারিদ্র বিমোচন ও শূন্যতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট ধারণা প্রদান করা
০৪	"পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আর এম সি) কার্যক্রম ও নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক সেমিনার	০৮ মার্চ, ২০২৫ খ্রি.; সভাকক্ষ, জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স, রাজশাহী	নারীর ক্ষমতায়ন ও পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারণা জোরদার
০৫	"প্রবীণ ব্যক্তিদের মর্যাদা, নিবিড় পরিচর্যা ও সামাজিক অঙ্গীকার" শীর্ষক সেমিনার	১৩ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি:, সভাকক্ষ, জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স, খুলনা	প্রবীণ ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক প্রচারণা জোরদার

৩.১ "প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা সেবা ও সামাজিক অঙ্গীকার" শীর্ষক সেমিনার

৩.২ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সেমিনার

৩.৩ "শূন্যতত্ত্ব: দারিদ্য বিমোচন, বেকারত্ব নিরসন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ" শীর্ষক সেমিনার

৩.৪ “পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আর এম সি) কার্যক্রম ও নারীর ক্ষমতায়ন” শীর্ষক সেমিনার

৩.৫ “প্রবীণ ব্যক্তিদের মর্যাদা, নিবিড় পরিচর্যা ও সামাজিক অঙ্গীকার” শীর্ষক সেমিনার

৪. কর্মসূচিভিত্তিক প্রশিক্ষণ

	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	:	“Training Course on Probation Officer’s Capacity building and Skill Development”
	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	;	১. কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধ করা। ২. বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ৩. কর্মকর্তাদের দক্ষতার বিকাশ সাধন। ৪. কর্মকর্তাদের পেশা সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ৫. সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তি নিশ্চিতকরণ, চাহিদা নিরুপণ ও সেবা প্রদানের কর্মকৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ৬. কর্মকর্তাদের তথ্য ও প্রযুক্তিগত ধারণা সমৃদ্ধ করা । ৭. সরেজমিনে কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত করা। ৮. কর্মকর্তাদের পেশাদার আচরণ ও জ্ঞানে দীক্ষীত করা।
	প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল	;	০৫ দিন ব্যাপী (১৬- ২০ মার্চ, ২০২৫ খ্রি.)
	প্রশিক্ষণ উদ্বোধক	;	ড. মো: মহিউদ্দিন সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রশিক্ষণ স্থিরচিত্র

উদ্বোধণী/সমাপনী

উদ্বোধণী/সমাপনী

সেশনগ্রহণ

৫. ইনহাউজ প্রশিক্ষণ

ক্রম	শিরোনাম	তারিখ ও স্থান	উদ্দেশ্য
১	“প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি এবং স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল” শীর্ষক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫-১৬ জুলাই	■ একাডেমিতে কর্মরতদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা ■ একাডেমি'র কর্মরতদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ■ একাডেমি'র কর্মরতদের কর্ম কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান
২	আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইন-হাউজ	৩০ সেপ্টেম্বর	
৩	অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইন-হাউজ	২৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি.	
৪	বিল প্রস্তুতকরণ বিষয়ক ইন-হাউজ	০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.	
৫	ডি-নথি বিষয়ক ইন-হাউজ	২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.	

ইনহাউজ প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

৬. সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

ক্রম	শিরোনাম	তারিখ ও স্থান	উদ্দেশ্য
০১	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	২২ মে, ২০২৫ থেকে ২১ জুন, ২০২৫ (১২টি ব্যাচে ৩০ জন করে)	■ অধিদপ্তরের কর্মরতাদের মানসিক প্রেষণা প্রদান ■ অধিদপ্তরে কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনবলকে উদ্দীপ্ত করা ■ অধিদপ্তরের কর্মরতাদের পেশাগত দায়িত্বপালন ও সৃজনশীলতায় উৎসাহিত করা

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

গবেষণা কর্ম

৭. গবেষণা কর্ম (২০২৪-২০২৫)

ক্রম	সামাজিক গবেষণা শিরোনাম
১	গ্রামীন প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে প্রবীণ নিবাস এর সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা
২	সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়ন
৩	ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন
৪	সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন
৫	প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা সেবায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ণ
৬	Towards Community and Institutional Centric Approaches to Juvenile and Delinquency and Gang Prevention: Evaluating the Impact, Outcomes and Future Directions of Grassroots Programs and Policies. (চলমান)

গবেষণা বিষয়ক সেমিনার ও তত্ত্বাবধানের স্থিরচিত্র

৭.১ গবেষণা পদ্ধতি ও সুপারিশমালা

গবেষণা শিরোনাম	:	গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা
গবেষক পরিচিতি	:	ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ভুঞাঁ অধ্যাপক সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গবেষণা পদ্ধতি	:	গবেষণা প্রকল্পটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। অর্থ্যাৎ পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।
গবেষণার উদ্দেশ্য	:	১. গ্রামীণ প্রবীণদের পারিবারিক, জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী জানা; ২. গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিবারে এবং সমাজে অবহেলা ও অপব্যবহারের ধরণ ও কারণ উদঘাটন করা; ৩. গ্রামীণ প্রবীণদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা নিরুপন করা; ৪. গ্রামীণ প্রবীণদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাসের সম্ভাবনাসমূহ যাচাই করা এবং ৫. গ্রামীণ প্রবীণদের সুরক্ষায় নীতি সুপারিশ তুলে ধরা।
গবেষণার সুপারিশমালা		১. অধিকাংশ গ্রামীণ প্রবীণ বার্ধক্যকালীন দারিদ্র্যতা ও নির্ভরশীলতা জীবনের শেষ প্রান্তে অসহায়, নিঃস্ব ও বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা শারীরিক, মানসিক, স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক অপব্যবহারের শিকার হন। এক্ষেত্রে পরিবারের তরুণ ও কর্মক্ষম সদস্যদের প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। এজন্যে পারিবারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে প্রবীণের প্রতি তরুণ সমাজের দায়িত্ব, কর্তব্য, সমাজগঠনে প্রবীণের অবদান প্রভৃতি বিষয় কোর্স কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ২. যে সমস্ত প্রবীণের দায়িত্ব পালন ও দেখভালে পরিবার অনাগ্রহী সে সমস্ত প্রবীণের জন্যে গ্রামীণ এলাকায় প্রবীণ নিবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় দুঃস্থ ও অসহায় প্রবীণের ভরণপোষণের জন্যেও প্রবীণ নিবাস কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে; ৩. গ্রামীণ এলাকায় প্রবীণদের অবসর সময় কাটানো ও বিনোদনের জন্যে প্রবীণ ক্লাব/সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেখানে প্রবীণ বান্ধব বিনোদন ব্যবস্থা ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রবীণ আড্ডার আয়োজন করতে হবে; ৪। গ্রামীণ প্রবীণ নিবাসে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় চর্চা অনুশীলনের পর্যাপ্ত সুযোগ এবং মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও বার্ধক্যকালীন সেবা যত্নের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে; ৫। প্রবীণ নিবাসে স্বাস্থ্য সুবিধার আওতায় প্রবীণের শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রয়োজনমত ঔষধ পাওয়ার সুবিধা থাকতে হবে। এজন্যে প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে সরকারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর কাছাকাছি স্থানকে নির্বাচন করতে হবে; ৬। প্রবীণ নিবাসে গ্রামীণ প্রবীণদের গুনগত সময় কাটানোর জন্যে নিয়মিত ধর্মকর্ম পালন এবং পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে পুনর্মিলনের সুযোগকে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে প্রবীণরা নিবাসে অবস্থানকালে মানসিকভাবে ভালবোধ করেন; ৭। প্রবীণদের সেবা যত্নের জন্যে দক্ষ ও পেশাদার সেবাদাতাসহ পরিবারের সদস্যদের সুযোগ রাখাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে যাতে প্রবীণরা পেশাদার সেবার পাশাপাশি পারিবারিক পরিবেশ উপভোগ করতে সক্ষম হয়; ৮। গ্রামীণ প্রবীণদের নিবাসে বসবাসের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ড ও আচার অনুষ্ঠান যেমন: পারিবারিক অনুষ্ঠান, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে সাদী ও ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণর সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে; ৯। গ্রামীণ এলাকায় নি:সঙ্গ, দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সুরক্ষায় মৌল প্রয়োজন পূরণ, যত্ন আত্তি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুযোগ, সম-বয়সীদের সাথে ভাল সময় কাটানো এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সামাজিক কর্মকান্ড পালনের সুযোগ তৈরীর ফলে গ্রামীণ এলাকায় প্রবীণ নিবাস স্থাপনের যৌক্তিকতা রয়েছে; এবং ১০। গ্রামীণ প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ও কার্যকারীতা অনেকাংশেই নির্ভর করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকার উপর। তাই গ্রামীণ এলাকায় নি:সঙ্গ, দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাস স্থাপনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৭.২ গবেষণা পদ্ধতি ও সুপারিশমালা

গবেষণা শিরোনাম	:	সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র সমূহের প্রশিক্ষণ প্রভাব মূল্যায়ন
গবেষক পরিচিতি	:	মোহাম্মদ শাহজাহান প্রভাষক সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গবেষণা পদ্ধতি	:	গবেষণায় পরিমাণগত ও গুণগত এই দুইটি এপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে।
গবেষণার উদ্দেশ্য	:	১. সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র সমূহের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলির প্রভাব মূল্যায়ন করা; ২. সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহের কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা (কার্যকারিতা যাচাই (চাহিদা ও যোগান নিরূপণ) ও SWOT analysin; ৩. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষাগত দক্ষতা, পেশাগত উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতির পার্থক্য ও এর ফলে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলির প্রভাব পর্যালোচনা করা; ৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলির ধরণ, পরিধি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনার, জনবল কাঠামো এবং কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা, এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টির মাত্রা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ণয় করা। ৫. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রমগুলির চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়নে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদান।
গবেষণার সুপারিশমালা		প্রতি বছর প্রশিক্ষনার্থী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণের সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিত। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশিক্ষণের সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিত।
		প্রশিক্ষনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, সময়সীমা বাড়ানো, প্রশিক্ষনার্থীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য বাজেটের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করা দরকার। পাশাপাশি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সমভাবে বাজেট বন্টনের জন্য সুপারিশ কর হল।
		আবাসনের ব্যবস্থা আরো উন্নতমানের করা। সকল প্রশিক্ষনার্থী আবাসিক সুবিধা পায় সেই ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নিরাপদ আবাসন, স্বাস্থ্য ও শৌচাগার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
		বাজেট বিবেচনায় প্রশিক্ষণ সামগ্রীসমূহ অনলাইনে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই এবং অনলাইন রিসোর্স সহজলভ্য করতে হবে।
		প্রাক-প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করতে হবে। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের ট্রেনিং মূল্যায়ন কমিটি গঠন করতে হবে যেখানে আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, প্রশিক্ষক, গবেষক, একাডেমিশিয়ান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও BPATC প্রতিনিধি থাকবেন। বছরে তিনবার এই কমিটি বৈঠক করে মডিউল, ট্রেইনার, বাজেট ও মূল্যায়ন সুপারিশ প্রদান করবে।
		প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ইউনিক আইডি তৈরি করে তাদের প্রশিক্ষণের ইতিহাস সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। অনলাইন মাধ্যমে চাহিদাভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যেতে পারে, যাতে কর্মচারীরা কর্মস্থল ত্যাগ না করেই অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোর জন্য একটি আপডেট সফটওয়্যার তৈরি করে অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষকের তালিকা প্রকাশ করা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে সমন্বয় করে কনটেন্ট প্রস্তুত করতে হবে।
		চাকুরির বিধিমালায় সংশোধন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে চাকুরি স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি এবং বেতনভাতা বৃদ্ধি অন্যতম শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বর্তমান প্রশিক্ষণ ভাতা কাঠামো পরিবর্তন করে উৎসাহব্যঞ্জক ভাতা প্রদান করা উচিত।
		প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ জনবলকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এছাড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জনবল নিয়োগ দিতে হবে। অধ্যক্ষদের বছরে অন্তত দুবার সরকারি উচ্চমানের প্রতিষ্ঠান যেমন- NDC, BPATC ইত্যাদি থেকে একাডেমিক ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
		প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু একই ধরনের না দিয়ে আপডেটেড এবং বাস্তবভিত্তিক কনটেন্ট সংযোজন করা উচিত। তাছাড়া অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কনটেন্ট বাদ দিয়ে কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করা আবশ্যক। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে তাদের প্রশিক্ষনার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।
		উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করতে হবে।

৭.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও সুপারিশমালা

গবেষণা শিরোনাম	:	ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন
গবেষক পরিচিতি	:	মোঃ ইমাম হোসেন শিক্ষার্থী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
গবেষণা পদ্ধতি	:	গবেষণা প্রকল্পটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। অর্থ্যাৎ পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।
গবেষণার উদ্দেশ্য	:	১) সমাজ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করা ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে দক্ষতা ও পেশা ভিত্তিক এককালীন আর্থিক অনুদানের প্রভাব; ২) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা ভিত্তিক ও উপার্জনমুখী যেসব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রভাব; ৩) এ বিষয়ে সরকারী/ বেসরকারী/ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় সমন্বিত পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণের প্রভাব; ৪) প্রচার মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার অগ্রগতি মূল্যায়ন; ৫) শারীরিকভাবে অক্ষম/অসুস্থ ভিক্ষুকদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার গ্রহণের প্রভাব মূল্যায়ন।
গবেষণার সুপারিশমালা	:	১) **দীর্ঘমেয়াদী ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা** উপকারভোগীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ (যেমন– পশুপালন, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্রব্যবসা) নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সময় ধরে পরিচালনা করা প্রয়োজন। ২) **পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান জোরদার করা** এককালীন অনুদান কিংবা উপকরণ প্রদান করার পর নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে, যেন উপকারভোগীরা সঠিকভাবে তা ব্যবহার করছেন এবং পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে না যান। ৩) **উপকরণ ও অনুদান নির্বাচন ক্ষেত্রে চাহিদাভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ** উপকারভোগীর দক্ষতা, পছন্দ এবং বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আয়বর্ধক উপকরণ/অনুদান নির্বাচন করা উচিত। ৪) **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সঙ্গে সংযুক্তকরণ** উপকারভোগীদের ভাতা (বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের একটি সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোর আওতায় আনা উচিত। ৫) **স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে যুক্ত করা** পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে কার্যক্রম বেশি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য হবে। ৬) **জনসচেতনতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ** ভিক্ষাবৃত্তির কুফল, বিকল্প পেশার সম্ভাবনা ও সরকারি সহায়তা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারাভিযান চালানো উচিত। ৭) **অভিযান ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম নিয়মিত রাখা** অভিযানের মাধ্যমে নতুন ভিক্ষুক শনাক্ত ও পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ রোধ করা দরকার। ৮) **নারী সুবিধাভোগীদের জন্য বিশেষ সহায়তা** নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় সাইকোসোশিয়াল কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ৯) **উদ্যোক্তা ভিত্তিক পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু করা** যারা উদ্যোক্তা হওয়ার সক্ষমতা রাখে তাদেরকে দলবদ্ধভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসার উদ্যোগে উৎসাহিত করা যেতে পারে। ১০) **ডেটাবেজ এবং ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি** উপকারভোগীদের তথ্য সংরক্ষণ, অগ্রগতি ট্র্যাকিং এবং ভবিষ্যত সহায়তার জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্যব্যবস্থা (MIS) গড়ে তোলা উচিত।

৭.৪ গবেষণা পদ্ধতি ও সুপারিশমালা

গবেষণা শিরোনাম	:	সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন
গবেষক পরিচিতি	:	মোঃ হারুনুর রশীদ সহকারী পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয় বান্দরবান পার্বত্য জেলা
গবেষণা পদ্ধতি	:	গবেষণা প্রকল্পটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। অর্থ্যাৎ পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।
গবেষণার উদ্দেশ্য	:	গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত এককালীন অর্থ সহায়তা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে কি ভূমিকা পালন করছে তা মূল্যায়ন করা। তাছাড়া, বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে- -চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান হচ্ছে কি না; -আপদকালীন সময়ে চা-শ্রমিকদের অর্থ সহায়তা প্রদান যথাযথ কি না; এবং -পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত ও সুপারিশসমূহ কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরা।
গবেষণার সুপারিশমালা		• চা-শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। তারা তাদের আয় দ্বারা মৌলিক চাহিদা পূরণে সমর্থ নন। চা বাগানের কাজের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা যেতে পারে যেন তাদের পরিবারের কর্মহীন সদস্যগণ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। সারাদেশে প্রায় দুই লক্ষ ষাট হাজার স্থায়ী ও অস্থায়ী চা শ্রমিক আছে। তাদের সবাইকে এই এককালীন আর্থিক সহায়তার আওতায় আনা প্রয়োজন। একইসাথে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা জরুরি; • সকল চা-শ্রমিক অর্থ সহায়তা পাচ্ছে না। পর্যায়ক্রমে সকল স্থায়ী এবং অস্থায়ী চা-শ্রমিককে এই অর্থ সহায়তার আওতায় আনতে হবে। কারণ, আপদকালীন সময়টা সবার জন্য একই রকম। এই অর্থ সহায়তাটা সবার পাওয়া উচিত। সবাই পেলে সকলে মিলে তারা ভালো থাকতে পারবে; • জানুয়ারি-মার্চ মাস চা-শ্রমিকদের সবচেয়ে আপদকালীন সময়। সেকারণে, চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ের শুরুতে তথা জানুয়ারি মাসে অর্থ সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ নিশ্চিত করলে এ কর্মসূচি আরও বেশি কার্যকর হবে; • আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যে পরিমাণ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই অর্থ সহায়তার পরিমাণ ৫,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে; • চা-শ্রমিকদের জটিল রোগের চিকিৎসা সেবা অপ্রতুল। বাগানের ভিতরে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। গুরুতর রোগীরা যেন দ্রুত Ambulance সেবা পায় সে বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে রোগী কল্যাণ সমিতি ছাড়াও আলাদা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে; • চা-শ্রমিকদের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা সর্বত্র নাই বললেই চলে। তাদের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করতে হবে; • কোনো চা বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ঘর বা বাসস্থান বসবাসের উপযোগী; আবার, কোনো চা বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বাসস্থান বসবাসের উপযোগী নয়। কখনও তারা নিজেদের মত করে মেরামত করে, আবার কখনও বর্ধিতকরণ করে বসবাস করে। বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে চা শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন নির্মাণ করা যেতে পারে; • যখন কোনো কাজ থাকে না সেই সময়ের জন্য কোন আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে;

		• স্কুলে শিশুদের ভর্তি বাধ্যতামূলক করা এবং তাদের স্কুল ও কলেজগামী সন্তানদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে; • চা-শ্রমিকদের পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী অনুদান/ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে; • আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রতিটি পরিবারের শিক্ষিত সদস্যদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; • চা-শ্রমিকদের পরিবারের আগ্রহী সদস্যদের জন্য ড্রাইভিং ও মেকানিক্যাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে, এবং পরিবারের সদস্যদের গবাদি পশু পালন এবং সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে; • চা-শ্রমিকরা বাগানে কাজ করার পাশাপাশি যেন গবাদি পশুপালন সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে পারে সে জন্য সুদমুক্ত ঋণ/ অনুদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; • তাদের খেলাধুলা ও চিত্ত বিনোদনের উপযুক্ত পরিবেশ নাই। তাদের খেলাধুলার জন্য মাঠ এবং এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; • চা বাগান মালিক ও চা-শ্রমিকদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং • মোবাইলে টাকা গ্রহণে তাদের বেশি সমস্যা হচ্ছে। কারণ, উপকারভোগীদের অধিকাংশের মোবাইল নেই। তাদের সচেতনতার অভাব, কখনও তারা দোকানে গিয়ে পিন নম্বর বলে দেয় এবং প্রতারণার শিকার হয়। এজন্য নগদ টাকা অথবা চেকের মাধ্যমে অর্থ সহায়তার টাকা প্রদান করা যেতে পারে অথবা ব্যাংক হিসাবে এককালীন আর্থিক সহায়তার অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।

৭.৫ গবেষণা পদ্ধতি ও সুপারিশমালা

গবেষণা শিরোনাম	:	প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা সেবায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন
গবেষক পরিচিতি	:	মোঃ তুহিন মিয়া সহকারী গবেষক দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা- ১০০০
গবেষণা পদ্ধতি	:	গবেষণা প্রকল্পটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। অর্থ্যাৎ পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।
গবেষণার উদ্দেশ্য	:	এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের প্রান্তিক দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের ভূমিকা মূল্যায়ন করা। গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে-সেবাপ্রাপ্ত দরিদ্র রোগীদের আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক অবস্থা বিশ্লেষণ, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন, এবং কার্যক্রমের ধরন, পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানা। পাশাপাশি এই কার্যক্রমের উপকারিতা ও চিকিৎসা সেবায় এর প্রভাব নির্ণয়, সেবা প্রাপ্তিতে রোগীদের সম্মুখীন হওয়া জটিলতা চিহ্নিতকরণ এবং কার্যক্রমের মানোন্নয়নে উত্তরদাতা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও মতামত সংগ্রহ করাও এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত উদ্দেশ্য।
গবেষণার সুপারিশমালা		**প্রান্তিক দরিদ্র ও অসহায় রোগীর ভূমিকা** ▪ নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান ▪ আবেদনপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে সেবাগ্রহণ ▪ নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত তথ্য অন্য রোগীদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে সেবা গ্রহণে উৎসাহ ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান ▪ সেবাগ্রহণের সময় হাসপাতাল কর্মচারী ও সমাজকর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা ▪ পূর্ববর্তী সেবার রসিদ, কাগজপত্র ও তথ্য সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতে সেবাগ্রহণ সহজতর করা ▪ দালালদের সহায়তা না নিয়ে সরাসরি সমাজসেবা অফিসে যোগাযোগ করা এবং সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সেবা নেওয়া ▪ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ঘুষ দাবি বা অনিয়ম করলে, কর্তৃপক্ষ/সমাজসেবা অফিসে জানানো **রোগীকল্যাণ সমিতির ভূমিকা** ▪ হাসপাতাল সেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র রোগীদের পক্ষ থেকে মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ▪ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা এবং সেবার পরিধি বৃদ্ধিতে নিয়মিত চাঁদা প্রদান বা এককালীন অধিক পরিমাণের অর্থ প্রদান ▪ রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য হয়ে প্রান্তিক দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবার অংশীদার হতে অন্যদের উৎসাহিত করা ▪ সমাজসেবা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পর্যবেক্ষণ করা ▪ দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল রোগীদের সেবায় বিশেষ তহবিল গঠনে সহায়তা (যেমন: ক্যান্সার, কিডনি রোগীদের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান ▪ সেবার মান মূল্যায়নে নিয়মিত মতামত প্রদান ও প্রতিবেদন উপস্থাপন ▪ হাসপাতালের বিভিন্ন বোর্ড বা কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা **হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা** ▪ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও কাঠামোগত সহায়তা প্রদান ▪ যথাযথ সংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগে সহায়তা ▪ দুর্নীতি ও দালাল চক্র নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ▪ সমাজসেবা ও অন্যান্য চিকিৎসা বিভাগগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সৃষ্টি ▪ নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু রাখা ▪ রোগী কল্যাণ সমিতির সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করা ▪ প্রান্তিক দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের জন্য বিশেষ অনুদান/সহায়তা তহবিল গঠন ও ফ্রি সেবা নিশ্চিতকরণ ▪ সেবাগ্রহণে রোগীদের হয়রানি বন্ধে হটলাইন/সহযোগিতা ডেস্ক চালু করা ▪ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া ▪ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন রোগীদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক সেবা নিশ্চিত করা ▪ বার্ষিক বা অর্ধ-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা **সরকারের (সমাজসেবা অধিদপ্তর) ভূমিকা**

- দরিদ্র রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সমাজসেবা কার্যক্রমে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করা
- প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ সমাজসেবা অফিস স্থাপন করে তা স্থায়ী কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা
- হাসপাতাল পর্যায়ে দক্ষ, মানবিক ও প্রশিক্ষিত সমাজসেবা কর্মকর্তা ও সহকারী পদে নিয়মিত নিয়োগ দেওয়া
- সমাজসেবা কর্মীদের জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, আচরণগত উন্নয়ন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ
- দরিদ্র রোগীদের আবেদন, যাচাই ও সহায়তা প্রক্রিয়াকে সহজ করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম **(e-service portal)** চালু করা
- কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল গঠন করে নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করা
- দুর্নীতি, দালাল চক্র ও হয়রানি প্রতিরোধে হটলাইন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা চালু ও কার্যকর রাখা
- সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় নির্দেশিকা ও নীতিমালা যুগোপযোগী করে পুনর্গঠন করা
- স্থানীয় পর্যায়ে রোগী কল্যাণ সমিতির কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে অংশীদারিত্বভিত্তিক সেবা গড়ে তোলা
- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক সহায়তার পৃথক নির্দেশনা প্রদান ও বাস্তবায়ন
- সমাজসেবা বিভাগ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় কাঠামো তৈরি করা
- গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণা চালানো
- সেবার গুণগত মান, সুযোগ-সুবিধা ও প্রভাব পরিমাপে তথ্যভিত্তিক গবেষণা ও মূল্যায়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা
- সেবাগ্রহণকারী রোগীদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করে তা কার্যক্রম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা
- সমাজসেবা অফিসের জনবল, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা
- এনজিও ও সিএসও (সিভিল সোসাইটি) এর সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়ন
- বরাদ্দকৃত তহবিলের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অডিট ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা
- বিশেষ জটিল রোগে আক্রান্ত দরিদ্র রোগীদের জন্য অতিরিক্ত বিশেষ সহায়তা প্যাকেজ বা অনুদান বৃদ্ধি এবং নিয়মিতকরণ
- প্রতিবছর বা নির্ধারিত সময় অন্তর হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের সফলতা ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন করে নীতিমালা হালনাগাদ করা

এনজিওর ভূমিকা

- প্রান্তিক দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের জন্য অর্থ, ওষুধ, পুষ্টিকর খাবার ও চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহে সহায়তা
- হাসপাতালে সমাজসেবা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য দায়িত্বশীল ও প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা
- দরিদ্র রোগীদের মাঝে সমাজসেবা সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ক্যাম্পেইন, পোস্টার, সেমিনার আয়োজন
- অসচ্ছল রোগীদের সেবাগ্রহণে আবেদনপত্র পূরণ, কাগজপত্র প্রস্তুত ও দিকনির্দেশনা প্রদানে সরাসরি সহায়তা
- হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি পরিচালনা
- অনলাইন আবেদন, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগী ফলোআপের জন্য ডিজিটাল সেবা প্ল্যাটফর্মে কারিগরি সহায়তা প্রদান
- সমাজে উপেক্ষিত হিজড়া, দলিত, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও পথশিশুদের জন্য আলাদা সেবা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের গুণগত মান ও কার্যকারিতা পরিমাপে গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রকাশ
- হাসপাতাল পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাবলি ও প্রস্তাবিত সমাধান বিষয়ক সুপারিশ নীতিনির্ধারকদের কাছে উপস্থাপন
- সরকারি সংস্থা, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য এনজিওর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন
- জটিল রোগ (ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়া, কিডনি রোগ) বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন
- ঘুষ, দালালি ও হয়রানি প্রতিরোধে হাসপাতাল এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম চালানো
- ঠিকানাবিহীন, পরিত্যক্ত, মানসিকভাবে অক্ষম রোগীদের চিহ্নিত করে পুনর্বাসন কেন্দ্রে স্থানান্তরে সহায়তা
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবা, মেডিকেল ক্যাম্প ও তথ্য সেবা বুথ আয়োজন
- নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, মাতৃত্বকালীন সেবাগ্রহণ এবং পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

জার্নাল প্রকাশনা
প্রচ্ছদ ও বিজ্ঞপ্তি

দি জার্নাল অব সোশ্যাল সার্ভিসেস

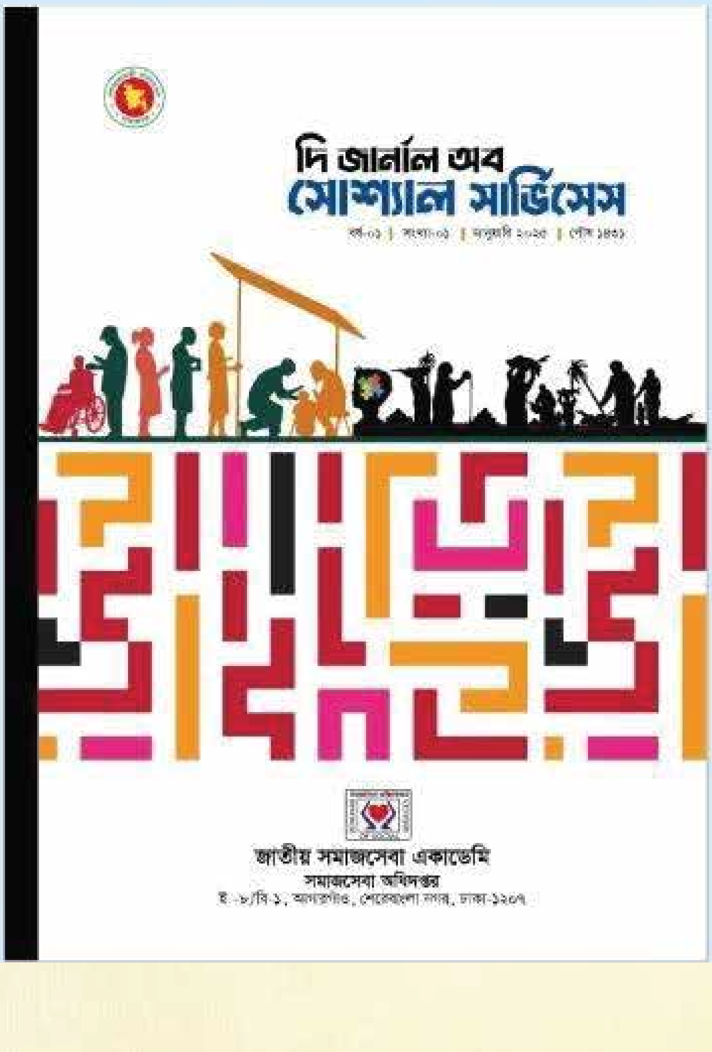

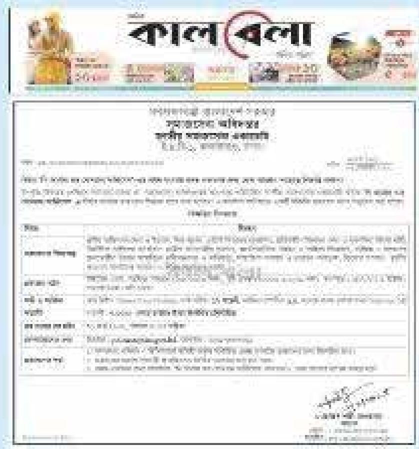

জার্নাল সংক্রান্ত কমিটি সমূহ	
জার্নাল সম্পাদনা পরিষদ	১. জনাব মো: আবদুল হামিদ মিয়া পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদপ্তর,ঢাকা। ২. জনাব সমীর মল্লিক পরিচালক (প্রতিষ্ঠান), সমাজসেবা অধিদপ্তর,ঢাকা। ৩. জনাব মোশাররফ হোসেন পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর,ঢাকা। ৪. জনাব মোস্তফা মোস্তাকুর রহিম খান পরিচালক (কার্যক্রম), সমাজসেবা অধিদপ্তর,ঢাকা। ৫. জনাব আফম আমান উল্লাহ উপাধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি,ঢাকা ৬.জনাব সোমা ইউসুফ প্রভাষক ও গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি,ঢাকা ৭. জনাব নুরুল আমিন, প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি,ঢাকা ৮. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মাহবুব, প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি,ঢাকা
জার্নাল রিভিউ কমিটি	ড. মোঃ নুরুল ইসলাম অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট,ঢাবি. ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ভূইয়া অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট,ঢাবি. ড. মোঃ রবিউল ইসলাম অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট,ঢাবি. ড. মোস্তফা হাসান অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববদ্যিালয় ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সভার স্থিরচিত্র

প্রশিক্ষণার্থীদের ফলাফল

প্রশিক্ষণার্থীদের ফলাফলের স্থিরচিত্র

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৯ম গ্রেড)

১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান
নাম: টিটু চন্দ্রধর পদবি: সমাজসেবা অফিসার কর্মস্থল: শহর সমাজসেবা কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর।	নাম: কাজী মো: ইমরান হোসেন পদবি: উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কর্মস্থল: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ , নোয়াখখালী	নাম: জয় কৃষ্ণ সরকার পদবি: উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কর্মস্থল: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঘিওড়, মানিকগঞ্জ

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (১০ম গ্রেড)

১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান
নাম: মোঃ মাঈন উদ্দীন পদবি: সহকারী সমাজসেবা অফিসার কর্মস্থল: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ , নোয়াখখালী	নাম: মোছাঃ ববিতা খাতুন পদবি: সহকারী সমাজসেবা অফিসার কর্মস্থল: উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম ও নাম: আজহারুল ইসলাম পদবি: এডমিনিস্ট্রেটিভ কাম জুনিয়র একাউন্টস অফিসার কর্মস্থল: জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চাঁদপুর	নাম: মোঃ মনিরুজ্জামান পদবি: উপতত্বাবধায়ক কর্মস্থল: শব্দদলহাট ফজিলাতুন্নেছা সরকারি শিশু পরিবার,(বালক), ঠাকুরগাঁও।

Training Course on Administration and Development (TCAD)

১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান
নাম: মোহাম্মদ ছায়েফ উদ্দিন পদবি: কর্মস্থল:	নাম: মোঃ গোলাম ফারুক পদবি: কর্মস্থল:	নাম: মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ ভুঁইয়া পদবি: কর্মস্থল:

Probation Officer's Capacity building and Skill Development" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান
নাম: আশিকুল ইসলাম পদবি: প্রবেশন অফিসার কর্মস্থল:চাঁদপুর।	নাম: আল আমিন মোল্লা পদবি: প্রবেশন অফিসার কর্মস্থল: প্রবেশন অফিস, গোপালগঞ্জ	নাম: আব্দুল মাজিদ শাহ পদবি: প্রবেশন অফিসার কর্মস্থল: প্রবেশন অফিস, ভোলা

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা বলতে একাডেমি আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স এবং প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের মূল্যায়নকে বুঝানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো একাডেমি দুইভাবে মূল্যায়ন করে থাকে। একটি হলো প্রতিটি সেশনভিত্তিক বক্তা ও বিষয়ের উপস্থাপন কৌশল যাচাইকল্পে মূল্যায়ন, যেটা প্রতিদিন ক্লাশ শেষে নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো কোর্স শেষে একাডেমির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট কোর্স বিষয়ে মৌখিক এবং নির্ধারিত ছকে লিখিত মতামত, সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন মূলত কোর্সের ধরণ অনুযায়ী করা হয়। স্বল্প মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কোর্স সমূহের মূল্যায়ন পদ্ধতির ধরণ নিম্নরূপঃ

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন :

ক. স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণে মোট ১০০ নম্বরের মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকে

মূল্যায়নের বিষয়	নম্বর	মন্তব্য
লিখিত পরীক্ষা	৮০	৫০% নম্বর প্রাপ্তি সাপেক্ষে
শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, ক্লাসে উপস্থিতি, ড্রেস কোড	২০	নূন্যতম ৫০ নম্বর পাশের জন্য পেতে হবে

খ. মধ্যমেয়াদী প্রশিক্ষণে মোট ৩০০ নম্বরের মূল্যায়ন করা হয়।

ক্রমিক নং	মূল্যায়নের বিষয়	নম্বর
১.	লিখিত পরীক্ষা	(৫০)
২.	"Identifzing problem of service delivery presentation"	(৫০)
৩.	ইমপান্ট স্ট্যাডি প্রতিবেদন উপস্থাপনা	(৫০)
৪.	SDGs Maping with DSS and finding data Gapping	(৫০)
৫.	উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতা	(৫০)
৬.	আচরণ ও শৃঙ্খলা	(৩০)
৭.	টেবিল ম্যানার	(১০)
৮.	পোশাক পরিচ্ছদ	(১০)
৯.	প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ	(১০)
১০.	সহযোগিতা মূলক অংশগ্রহণ	(১০)
		মোট ৩০০

গ. দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণে মোট ১০০০ নম্বরের মূল্যায়ন করা হয়।

গ. ১. একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীকে দলীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা, সেমিনার পেপার প্রণয়ন ও উপস্থাপনা, লিখিত পরীক্ষা, টার্ম পেপার প্রণয়ন, অনুশীলনী, ঘটনা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন, একক প্রতিবেদন তৈরী, পুস্তক পর্যালোচনা ও মৌখিক উপস্থাপনা, শিক্ষা সফর প্রতিবেদন প্রণয়রন ও উপস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মাঠ/গ্রাম সমীক্ষা, সংযুক্তি কার্যক্রম, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা, শ্রেণিকক্ষ অধিবেশনে উপস্থিতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ পর্যালোচনা ইত্যাদি এক বা একাধিক উপায়ে এবং সময়ে সময়ে নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।

গ. ২. মূল্যায়ন নির্ণায়ক :

কার্যক্রম	পাশ নম্বর	মন্তব্য
প্রতিটি বিষয়ে মূল্যায়ন	৫০ %	বিষয় ভিত্তিক ৫০% নম্বর প্রাপ্তি সাপেক্ষে ন্যূনতম ৫০০ নম্বর পাশের জন্য আবশ্যক

গ. ৩. প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সর্বমোট ১০০০ নম্বরের মূল্যায়ন করা হবে। নিম্নে উক্ত ১০০০ নম্বরের বিভাজন দেওয়া হলো:

বিষয়	নম্বর	মন্তব্য
লিখিত পরীক্ষা	৩০০	সর্বমোট
ক্লাস টেস্ট	১০০	১০০০
মৌখিক পরীক্ষা	৫০	নম্বরের
ব্যক্তিগত এ্যাসাইনমেন্ট	৫০	মূল্যায়ন গ্রহণ
ইমপ্ল্যান্ট স্ট্যাডি রিপোর্ট	৫০	করা হয়
পুস্তক পর্যালোচনা প্রতিবেদন	৫০	
ফিল্ম পর্যালোচনা প্রতিবেদন	৫০	
গ্রাম সমীক্ষা প্রতিবেদন ও মাঠ সংযুক্তি	৫০	
ম্যানার ও এটিকেটস	২৫	
অ্যাকশন প্ল্যান	২০	
লার্নিং ডায়েরী	৩০	
ইনোভেশন প্রস্তাবনা	৫০	
শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, ক্লাসে উপস্থিতি	৫০	
ড্রেস কোড	২৫	
শরীরচর্চা উপস্থিতি	৫০	
টেকনিক্যাল বিষয়সমূহে দক্ষতা (NPF, video editing, e-file ইত্যাদি)	২৫	
এক্সট্রাকারিকুলার এ্যাকটিভিটি	২৫	

কার্যক্রম	বরাদ্দ নম্বর	মন্তব্য
সেশনের উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষমতা	৩৫%	প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক পরবর্তী প্রশিক্ষণ সেশনে আমন্ত্রিত হবেন।
বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান	২০%	
উপস্থাপনা বা বোঝানোর কৌশল	১৫%	
০৩ ঘন্টা বা তার বেশি সময়ের সেশনে পরীক্ষা গ্রহণ	১০%	
অংশগ্রহণমূলক আচরণ	১০%	
সময় নিয়ন্ত্রণ	১০%	

গ. ৪ ফলাফল :

নম্বর	গ্রেড	মন্তব্য
৮০ এর উর্ধ্বে	A+ অতি উত্তম	অকৃতকার্য প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
৭০-৭৯	A উত্তম	
৬০-৬৯	A- ভাল	
৫০-৫৯	B মধ্যম	
৫০ এর নিচে	F অকৃতকার্য	

এ সকল প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন ফলাফল নিয়মিতভাবে কর্মকর্তার ডোসিয়ারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

একাডেমি কর্তৃপক্ষ, কোর্স ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষক মূল্যায়ন:

১. প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক প্রতিটি কোর্সের প্রতিটি সেশনে প্রশিক্ষক মূল্যায়ণ করার সুযোগ রয়েছে (প্রশিক্ষকের উপস্থাপনা, বোঝানোর কৌশল, বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান, অংশগ্রহণমূলক আচরণ, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব, সহযোগীতা, সময় নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিক ক্লাসের নিয়ন্ত্রণ ইস্যুগুলোতে এ মূল্যায়ন করা হয়) ।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র রিসোর্স পুল পরিচিতি

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অভিজ্ঞ রিসোর্স পুল পরিচিতিঃ

ক্রমিক নং	রিসোর্স পারসন এর নাম	পদবী
১.	ড. মোঃ মহিউদ্দিন	সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
২.	ড. মোহাম্মদ সানোয়ার জাহান ভূইয়া	সচিব বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়
৩.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব মোস্তফা কামাল	অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান অধিশাখা) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫.	ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব ডব্লিউটিও অনুবিভাগ বানিজ্য মন্ত্রণালয়
৬.	জনাব মোঃ মুসলিম চৌধুরী	চেয়ারম্যান সোনালী ব্যাংক, পিএলসি
৭.	জনাব মোঃ হাফিজ উদ্দিন ভঁইয়া	অধ্যাপক সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮.	জনাব ড. মোঃ রবিউল ইসলাম	অধ্যাপক সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৯.	ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল	সাবেক মহাপরিচালক (গ্রেড-১) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
১০.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খান	মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
১১.	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	নির্বাহী সচিব (অ) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
১২.	জনাব মোহাম্মদ শামীম সোহেল	যুগ্ম সচিব, যুগ্ম সচিব (বিধি-১ অধিশাখা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	যুগ্ম সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৪.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	যুগ্ম সচিব প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
১৫.	জনাব সৈয়দ মেহেদী হাসান	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৬.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	যুগ্ম সচিব উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয় অধিশাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৭.	জনাব মোঃ ছরোয়ার হোসেন	যুগ্ম সচিব কার্যক্রম অধিশাখা, অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৮.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম শিকদার	এনডিসি, সাবেক রেকটর (সচিব) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা
১৯.	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ ভুঁইয়া	প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত সচিব, এটুআই
২০.	জনাব রাজিব আহসান	উপসচিব অর্থ মন্ত্রণালয়
২১.	জনাব এবিএম সাদিকুর রহমান	উপসচিব মাননীয় সচিবের একান্ত সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

২২.	জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	পরিচালক (প্রশাসন) উপসচিব বিসিএস প্রশাসন একাডেমি
২৩.	জনাব শাম্মী আরা আরজু	অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার চিফ একাউন্স এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়
২৪.	জনাব নজরুল ইসলাম মজুমদার	চিফ একাউন্স এন্ড ফিন্যান্স অফিসার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২৫.	জনাব এসএম রেজভী	মাননীয় হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (সিজিএ), বাংলাদেশ
২৬.	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম	অতিরিক্ত পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর
২৭.	জনাব এমএম মাহমুদুল্লাহ	অতিরিক্ত পরিচালক (অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা শাখা) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
২৮.	জনাব মোঃ ফরিদ আহম্মেদ মোল্লা	অতিরিক্ত পরিচালক (বয়স্ক ভাতা) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
২৯.	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন ভূঞা	অতিরিক্ত পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩০.	জনাব শামসুন নাহার	অতিরিক্ত পরিচালক-৪ (বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মাহিলা ভাতা সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩১.	জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম	অতিরিক্ত পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩২.	জনাব মোহাঃ কামরুজ্জামান	অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩৩	জনাব শাহেদ পারভেজ	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩৪	জনাব মোস্তফা মোস্তাকুর রহিম খান	পরিচালক (কার্যক্রম-১) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩৫	জনাব মোশারফ হোসাইন	পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩৬	জনাব সমীর মল্লিক	পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩৭	জনাব মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ	অধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, ঢাকা
৩৮	জনাব রোকসানা পারভীন	অধ্যক্ষ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা
৩৯	জনাব মোঃ ইসরাইল হোসেন	জেলা প্রশাসক মৌলভীবাজার
৪০	ড. মনোয়ার হোসেন মোল্লা	জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ
৪১	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী
৪২	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জজ কোর্ট, ঢাকা
৪৩	জনাব সাইদা আখতার	উপপরিচালক (ভবঘুরে কার্যক্রম) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৪৪	জনাব মাহিমা আক্তর জান্নাতি	উপপরিচালক (কার্যক্রম-২০ সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৪৫	জনাব মোছাঃ উম্মুল আরা ফেরদৌসি	উপপরিচালক (প্রবেশন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৪৬	জনাব মোঃ সাফায়াত হোসেন তালুকদার	উপপরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নোয়াখালী
৪৭	জনাব মোঃ আফজাল হোসাইন	উপপরিচালক (প্রতিষ্ঠান-১) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৪৮	জনাব মোহাম্মদ রেজাউর রহমান	উপপরিচালক (প্রতিষ্ঠান-২) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৪৯	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	উপপরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয় মৌলভীবাজার
৫০	জনাব দেবব্রত দাস	উপপরিচালক (বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

৫১	জনাব মোঃ ফখরুল আলম	উপপরিচালক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) টংগী, গাজীপুর।
৫২	জনাব মোঃ আইউব খান	উপপরিচালক (নিবন্ধন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৫৩	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ	উপপরিচালক কার্যক্রম-১ সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৫৪	জনাব মোঃ সাদিকুল হক	উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৫৫	জনাব সাঈদা আখতার	উপপরিচালক (ভবঘুরে কার্যক্রম) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৫৬	জনাব মোঃ শাহজাহান	উপপরিচালক (ভিক্ষুক, চা শ্রমিক ও হিজড়া) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৫৭	জনাব মোহাম্মদ আবদুল বাতেন	উপপরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
৫৮	জনাব মোঃ রবিউল করিম	উপপরিচালক (প্রশাসন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৫৯	জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপপরিচালক (ইউসিডি) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৬০	জনাব লামিয়া ইয়াসমিন	উপপরিচালক (চিকিৎসা ও প্রবেশন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৬১	জনাব মোস্তফা মাহমুদ সারোয়ার	উপপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৬২	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী অধ্যাপক সমাজকর্ম বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়
৬৩	জনাব জাহাঙ্গীর কবির	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৬৪	জনাব মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন	সহকারী পরিচালক দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কোনাবাড়ি, গাজীপুর
৬৫	জনাব তাহেরা জেসমিন	সহকারী পরিচালক (প্রবেশন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৬৬	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	সহকারী পরিচালক (শৃঙ্খলা ও তদন্ত) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৬৭	জনাব মোহাম্মদ এহিয়াতুজ্জামান	সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
৬৮	জনাব মোঃ আসাফুদৌলা	সহকারী পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৬৯	জনাব কে. এম ওবায়দুল্লাহ আল মাসুদ	সহকারী পরিচালক বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা
৭০	জনাব সাইফুর রহমান	সহকারী পরিচালক (কার্যক্রম-১) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৭১	জনাব আবুল ফজল মোহাম্মদ আমান উল্লাহ	উপাধ্যক্ষ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
৭২	জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন ভূঞা	সহকারী পরিচালক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
৭৩	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পাবনা
৭৪	জনাব মোহাম্মদ আলী	সহকারী পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শেরপুর।
৭৫	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	সমাজসেবা অফিসার সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৭৬	জনাব নাজমুস সাহাদাত	প্রশিক্ষক (শারীরিক চর্চা)
৭৭	জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ	সমাজসেবা অফিসার সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৭৮	জনাব মোঃ সজিবুর রহমান সরকার	এটুআই আইসিটি বিভাগ

৭৯	জনাব মুহাম্মদ মইনুল হাসান	সমাজসেবা অফিসার (সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮০	জনাব মোঃ জসীম উদ্দীন	প্রশিক্ষক ও ফ্যাকাল্টি মেম্বার বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৮১	জনাব ইয়াসমিন সুলতানা	উপতত্ত্বাবধায়ক সোসিও ইকোনোমিক সেন্টার মিরপুর-১০, ঢাকা।
৮২	জনাব জোবেদা খাতুন	সহযোগী অধ্যাপক ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮৩	জনাব জুবলী বেগম রানু	উপত্ত্বাবধায়ক ছোটমনি নিবাস, আজিমপুর, ঢাকা
৮৪	জনাব মুহাম্মদ মইনুল হাসান	সমাজসেবা অফিসার (সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮৫	জনাব মোঃ তারেক হোসেন	উপত্ত্বাবধায়ক সরকারি শিশু পরিবার (বালক) নেত্রকোনা
৮৬	জনাব লাইজু আক্তার	তত্ত্বাবধায়ক পিএইচটি সেন্টার, মিরপুর-১৪, ঢাকা
৮৭	জনাব নুরুন নাহার জান্নাতি	সমাজসেবা অফিসার (প্রশাসন-২) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮৮	জনাব মোঃ শাহীনুর রহমান	সমাজসেবা অফিসার (কার্যক্রম-১) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮৯	জনাব রুশিয়া আক্তার	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সদর কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
৯০	জনাব মুহাম্মদ মইনুল হাসান	সমাজসেবা অফিসার (সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
৯১	জনাব মোঃ যোবায়ের আলম	সমাজসেবা অফিসার শহর সমাজসেবা কার্যালয়, টংগী
৯২	জনাব সামিয়া ইসমৎ সোহেলী	সমাজসেবা অফিসার হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসার পিজি হাসপাতাল হাসপাতাল, ঢাকা
৯৩	জনাব কাজী কাওছার উদ্দিন	প্রধান শিক্ষক সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ফরিদপুর
৯৪	জনাব বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মির্জা বাকের সারোয়ার	এনডিসি, পিএসই (রিটায়ার্ড)
৯৫	জনাব মোহাম্মদ আল-আমিন জামালী	ব্যবস্থাপক সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা
৯৬	জনাব শেখ মেজবাহ উল সাবেরিন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদর, মানিকগঞ্জ
৯৭	জনাব সোমা ইউসুফ	প্রভাষক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
৯৮	জনাব বেগম সোনিয়া নওরিন	নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকিউরমেন্ট শাখা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
৯৯	জনাব মিথিলা খন্দকার	কনসালটেন্ট সাইক্লোজিস্ট লাইফ স্প্রিরিং
১০০	জনাব মোঃ মাহমুদুর ভূইয়া	গবেষণা কর্মকর্তা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
১০১	জনাব ঝর্না জাহিন	উপতত্ত্বাবধায়ক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ঢাকা
১০২	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	মাস্টার ট্রেইনার এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি ডিভিশন
১০৩	জনাব নূরুল আমিন	প্রভাষক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
১০৪	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মাহবুব	প্রভাষক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

বাজেট

অনুন্নয়ন ব্যয়ের বিতরণ
মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিতরণ - বিস্তারিত
(সাধারণ কার্যক্রম) ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ১২৯ - সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত									অননুমোদিত	
					বাজেট	সংশোধিত	বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	ব্যয় (প্রক্রিয়াধীন)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণকৃত অর্থ ব্যয়ের হার (%)	বিতরণ	প্রত্যাহার
১২৯০২				**সমাজ সেবা অধিদপ্তর**											
	১২৯০২০৭			**প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ**											
		১২৯০২০৭১১৭৮৮৮		**জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, ঢাকা**											
			৩১১১	**নগদ মজুরি ও বেতন**											
			৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)			৩২,৯৭৫	০	৩২,৯৭৫	০	৩২,৯১৭	৫৭	৯৯	০	০
			৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)			২৫,৬০০	০	২৫,৬০০	০	১৮,২৪০	৭,৩৫৯	৭১	০	০
			৩১১১২০৯	ছুটি নগদায়ন বেতন (কর্মচারী)			১৬,১২৩	০	১৬,১২৩	০	৮,৫২৩	৭,৬০০	৫২	০	০
			৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা			১৮০	০	১৮০	০	১০৫	৭৫	৫৮	০	০
			৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা			৫০০	০	৫০০	০	২৪১	২৫৮	৪৮	০	০
			৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা			২,২০০	০	২,২০০	০	১,০২৫	১,১৭৫	৪৬	০	০
			৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা			২৮,০০০	০	২৮,০০০	০	২৫,৭১৫	২,২৮৪	৯১	০	০
			৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা			৩,৮০০	০	৩,৮০০	০	২,৪৭৫	১,৩২৫	৬৫	০	০
			৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা			২২০	০	২২০	০	৭৩	১৪৬	৩৩	০	০
			৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা			৩৯০	০	৩৯০	০	১৬১	২২৮	৪১	০	০
			৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা			১১২	০	১১২	০	৬৬	৪৫	৫৯	০	০
			৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা			১০,১০০	০	১০,১০০	০	৮,৭৭৭	১,৩২২	৮৬	০	০
			৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা			৩,৯৬০	০	৩,৯৬০	০	৩,৯৫৭	২	৯৯	০	০
			৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা			২,৫০০	০	২,৫০০	০	২,৩৪৫	১৫৪	৯৩	০	০
			৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা			১,১০০	০	১,১০০	০	৮৮৬	২১৩	৮০	০	০
			৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা			২,৯২০	০	২,৯২০	০	২,৬৫৮	২৬১	৯১	০	০
				উপমোট - নগদ মজুরি ও বেতন:			**১,৩০,৬৮০**	**০**	**১,৩০,৬৮০**	**০**	**১,০৮,১৬৯**	**২২,৫১০**		**০**	**০**
			৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**											
			৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়			৮,৬০৭	০	৮,৬০৭	০	৮,৪৮৬	১২০	৯৮	০	০
			৩২১১১১৬	কুরিয়ার			৩৫	০	৩৫	০	০	৩৫	০	০	০
			৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স			২,৪৬০	০	২,৪৬০	০	২,২৮৬	১৭৩	৯২	০	০

মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিতরণ - বিস্তারিত
১২৯ - সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত									অননুমোদিত	
					বাজেট	সংশোধিত	বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	ব্যয় (প্রক্রিয়াধীন)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণকৃত অর্থ ব্যয়ের হার (%)	বিতরণ	প্রত্যাহার
			৩২১১১১৯	ডাক			৪০	০	৪০	০	০	৪০	০	০	০
			৩২১১১২০	টেলিফোন			৫৮০	০	৫৮০	০	০	৫৮০	০	০	০
			৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়			১,৩৬০	০	১,৩৬০	০	১,৩৫৯	০	৯৯	০	০
			৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী			৭৫০	০	৭৫০	০	৭৩৬	১৩	৯৮	০	০
			৩২১১১২৮	প্রকাশনা			১,৮০০	০	১,৮০০	০	১,৭৮৬	১৩	৯৯	০	০
			৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়			১,২০০	০	১,২০০	০	১,১৯৩	৭	৯৯	০	০
				উপমোট - প্রশাসনিক ব্যয়:			**১৬,৮৩২**	**০**	**১৬,৮৩২**	**০**	**১৫,৮৪৮**	**৯৮৩**		**০**	**০**
			৩২৩১	**প্রশিক্ষণ**											
			৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ			৮১,০০০	০	৮১,০০০	০	৮০,৮৬৯	১৩০	৯৯	০	০
				উপমোট - প্রশিক্ষণ:			**৮১,০০০**	**০**	**৮১,০০০**	**০**	**৮০,৮৬৯**	**১৩০**		**০**	**০**
			৩২৪৩	**পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট**											
			৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট			১,০০০	০	১,০০০	০	৯৩৯	৬০	৯৩	০	০
			৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি			১,২৫০	০	১,২৫০	০	১,২৪৬	৩	৯৯	০	০
				উপমোট - পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট:			**২,২৫০**	**০**	**২,২৫০**	**০**	**২,১৮৬**	**৬৩**		**০**	**০**
			৩২৪৪	**ভ্রমণ ও বদলি**											
			৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়			১০,৮০৮	০	১০,৮০৮	০	১০,৭৫৫	৫২	৯৯	০	০
			৩২৪৪১০২	বদলি ব্যয়			৬১১	০	৬১১	০	৬০৮	২	৯৯	০	০
				উপমোট - ভ্রমণ ও বদলি:			**১১,৪১৯**	**০**	**১১,৪১৯**	**০**	**১১,৩৬৪**	**৫৪**		**০**	**০**
			৩২৫২	**চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ**											
			৩২৫২১০১	বিছানাপত্র			৩,০০০	০	৩,০০০	০	২,৯৯২	৮	৯৯	০	০
				উপমোট - চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ:			**৩,০০০**	**০**	**৩,০০০**	**০**	**২,৯৯২**	**৮**		**০**	**০**
			৩২৫৫	**মুদ্রণ ও মনিহারি**											
			৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী			৯০০	০	৯০০	০	৯০০	০	১০০	০	০
			৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই			২,৫০০	০	২,৫০০	০	২,৪৯৯	০	৯৯	০	০
			৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল			১৫০	০	১৫০	০	১৪৯	০	৯৯	০	০
			৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি			৯,৩৫০	০	৯,৩৫০	০	৯,৩৪৯	০	৯৯	০	০
				উপমোট - মুদ্রণ ও মনিহারি:			**১২,৯০০**	**০**	**১২,৯০০**	**০**	**১২,৮৯৮**	**২**		**০**	**০**
			৩২৫৬	**সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী**											
			৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রি			৩,০০০	০	৩,০০০	০	২,৯৯৯	০	৯৯	০	০

মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিতরণ - বিস্তারিত
১২৯ - সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত									অননুমোদিত	
					বাজেট	সংশোধিত	বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	ব্যয় (প্রক্রিয়াধীন)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণকৃত অর্থ ব্যয়ের হার (%)	বিতরণ	প্রত্যাহার
			৩২৫৬১০৬	পোশাক			১,০০০	০	১,০০০	০	৯৯৯	১	৯৯	০	০
			৩২৫৬১০৭	ক্রীড়া সামগ্রী			১,৫০০	০	১,৫০০	০	১,৪৯৮	১	৯৯	০	০
				উপমোট - সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী:			**৫,৫০০**	**০**	**৫,৫০০**	**০**	**৫,৪৯৬**	**৩**		**০**	**০**
			৩২৫৭	**পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়**											
			৩২৫৭১০৩	গবেষণা			২১,৪৭০	০	২১,৪৭০	০	১৯,৯০৫	১,৫৬৪	৯২	০	০
			৩২৫৭২০৬	সম্মানী			১,০৫২	০	১,০৫২	০	১,০২০	৩২	৯৬	০	০
			৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি			১,৩৫০	০	১,৩৫০	০	১,৩৪৮	১	৯৯	০	০
				উপমোট - পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়:			**২৩,৮৭২**	**০**	**২৩,৮৭২**	**০**	**২২,২৭৪**	**১,৫৯৭**		**০**	**০**
			৩২৫৮	**মেরামত ও সংরক্ষণ**											
			৩২৫৮১০১	মোটরযান			৫০০	০	৫০০	০	৪৬৩	৩৬	৯২	০	০
			৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র			৪,০০০	০	৪,০০০	০	৪,০০০	০	১০০	০	০
			৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার			১,০০০	০	১,০০০	০	১,০০০	০	১০০	০	০
			৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি			২,৫০০	০	২,৫০০	০	২,৪৮৩	১৭	৯৯	০	০
			৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			২,২৬১	০	২,২৬১	০	২,২৫০	১০	৯৯	০	০
			৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি			১৫০	০	১৫০	০	১৪৮	১	৯৮	০	০
				উপমোট - মেরামত ও সংরক্ষণ:			**১০,৪১১**	**০**	**১০,৪১১**	**০**	**১০,৩৪৬**	**৬৪**		**০**	**০**
			৪১১২	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**											
			৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি			২,৫০০	০	২,৫০০	০	২,৪৮৫	১৫	৯৯	০	০
			৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক			২,০০০	০	২,০০০	০	১,৯৯১	৯	৯৯	০	০
			৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি			১১০	০	১১০	০	১০৯	০	৯৯	০	০
			৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি			৫০০	০	৫০০	০	৪৯৯	০	৯৯	০	০
			৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি			১,৮০০	০	১,৮০০	০	১,৭৯০	১০	৯৯	০	০
			৪১১২৩১২	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			৬০০	০	৬০০	০	৫৯৫	৪	৯৯	০	০
			৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র			৪,০০০	০	৪,০০০	০	৩,৯৯৮	১	৯৯	০	০
			৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			১,২৪০	০	১,২৪০	০	১,২৩৫	৫	৯৯	০	০
				উপমোট - যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:			**১২,৭৫০**	**০**	**১২,৭৫০**	**০**	**১২,৭০৪**	**৪৫**		**০**	**০**
				মোট:			**৩,১০,৬১৪**	**০**	**৩,১০,৬১৪**	**০**	**২,৮৫,১৪৯**	**২৫,৪৬৪**		**০**	**০**
				মোট - প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ:			**৩,১০,৬১৪**	**০**	**৩,১০,৬১৪**	**০**	**২,৮৫,১৪৯**	**২৫,৪৬৪**		**০**	**০**
				মোট - সমাজ সেবা অধিদপ্তর:			**৩,১০,৬১৪**	**০**	**৩,১০,৬১৪**	**০**	**২,৮৫,১৪৯**	**২৫,৪৬৪**		**০**	**০**
				মোট - সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়:			**৩,১০,৬১৪**	**০**	**৩,১০,৬১৪**	**০**	**২,৮৫,১৪৯**	**২৫,৪৬৪**		**০**	**০**

বিবিধ ফটোগ্যালারী

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ই-৮/বি-১, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮০২-৫৫০০৭০২১, +৮৮০২-৫৮১৫৭২৬৫
www.nass.gov.bd